কা'বা ঘরে ৩৬০ মূর্তি!

মুহাম্মদ মূসা
বি.কম. (অনার্স), এম. কম., এম. এম.

আবদুল্লাহ মুদ্দাকির কিতাব ঘর
মিরপুর, ঢাকা

কা'বা ঘরে ৩৬০ মূর্তি!

মুহাম্মদ মূসা
বি.কম (অনার্স), এম.কম., এম.এম.

আবদুল্লাহ মুবারক কিতাব ঘর
মিরপুর, ঢাকা।

www.pathagar.com

কা'বা ঘরে ৩৬০ মূর্তি!

মুহাম্মদ মূসা
০১৭১৫৫৯০৭৪৮

প্রকাশনায়

আবদুল্লাহ মুদ্দাকির কিতাব ঘর

প্রাপ্তিস্থান

- খোশরোজ কিতাব মহল
  ১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা।
- আহসান পাবলিকেশন
  ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।

  কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স
  নিউ এলিফেন্ট রোড, ঢাকা।

  ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা।
- সোনালী সোপান
  ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।
- বায়তুল মোকার্‌রম পুস্তক মার্কেট,
  ঢাকা।

প্রকাশকাল : শাওয়াল ১৪৩৭; ভাদ্র ১৪২২; আগস্ট ২০১৫।

বিনিময় : ৪০.০০ টাকা।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নম্বর
আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ	৫
শির্‌ক ও মূর্তিপূজা অমার্জনীয় গুরুতর অপরাধ	৭
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ-উপদেশ বর্জন করার পরিণতি	১১
মসজিদুল হারাম তথা কা'বা ঘরের মর্যাদা	১২
হেদায়াতপ্রাপ্ত উম্মত যেভাবে হেদায়াত বঞ্চিত হয়	১৭
কুরআন-সুন্নাহকে আকড়ে ধরো	১৯
রাসূলুল্লাহ (সা) এক যুগান্তকারী মহাবিপ্লব ঘটালেন	২১
যে কোনো জাতির উত্থান-পতন অবশ্যম্ভাবী	২২
তোমাদেরকে স্বচ্ছ-সরল পথের উপর রেখে গেলাম	২৩
মুসলিম উম্মাহ্‌র শক্তির উৎস সন্ধান	২৫
মুসলমানদের হাত থেকে কুরআন ছিনিয়ে নাও	২৬
ওদেরকে খৃস্টান বানাও, দোভাষী বানাও	২৭
ওদের ধর্ম গ্রহণ না করলে তারা তোমার প্রতি 'রুষ্ট' থাকবে	২৯
ওরা তোমাদের ঈমানহারা করতে চায়	৩০
পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতা মুসলমানদের গ্রাস করেছে	৩২
পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের কী দিয়েছে?	৩৩
কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের যা দিয়েছে	৩৪
মুসলিম অন্তরের হৃদয় বিগলিত আকুতি	৩৫
আমাদের উপর পাশ্চাত্যের আছে শুধু সমরাস্ত্রের প্রাধান্য	৩৬
তোমাদের জন্য আশংকা করি পথভ্রষ্ট শাসকগোষ্ঠীর	৩৬
নেতৃস্থানীয়, সম্পদশালী ও প্রভাবশালীদের দ্বার মানুষ পথভ্রষ্ট হয়	৪০

www.pathagar.com

অতীত কালেও ইসলামের প্রচারকগণ নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৪৫
এটি স্বৈরাচারী যুগ অতঃপর খেলাফতের যুগ ৪৭
নবী-রাসূলগণ রাজনীতিতেও নেতৃত্ব দিতেন ৪৮
শাসনকালের পাঁচটি স্তর ৪৮
স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কিছু দৃষ্টান্ত ৫০
আল্লাহ তায়ালা এ দীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন ৫২
অচিরেই পুরো মানবজাতি ইসলাম গ্রহণ করবে ৫৪
হযরত ঈসা (আ)-এর আগমন কি অত্যাসন্ন ? ৫৫
হাদীসে ঈসা (আ)-এর পুনরায় আগমন প্রসঙ্গ ৫৮

www.pathagar.com

আল্লাহর ঘর কা'বা শরীফ

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮ম হিজরীর ১৭ রমযান রক্তপাতহীনভাবে মক্কা জয় করলেন। তখন কা'বা শরীফের চত্বরে বিভিন্ন আরব গোত্রের ৩৬০ মূর্তি কা'বা ঘরকে বেষ্টন করে আছে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন :

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ ثَلاَثَ مِائَةٍ وَّسِتُّوْنَ نَصَبًا. فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُوْدٍ فِيْ يَدِهِ وَجَعَلَ يَقُوْلُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا .

"মহানবী (সা) মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং তখন বায়তুল্লাহর চতুর্দিকে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল। তিনি তাঁর হাতের লাঠি দ্বারা সেগুলোকে খোঁচা দিতে দিতে তিলাওয়াত করতে থাকেন– "সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যার বিলুপ্তিই অবশ্যম্ভাবী" (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮১; সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাজালিম, বাব ৩২, নং ২৪৭৮; তাফসীর সূরা বনী ইসরাঈল, বাব ১২, নং ৪৭২০; সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, বাব ৩২, ইযালাতিল আসনাম মিন হাওলিল কা'বাহ, নং ৪৬২৫/৮৭; তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা বনী ইসরাঈল, নং ৩১৩৮; মুসনাদ আহ্মাদ, ১খ, পৃ.৩৭৭, নং ৩৫৮৪)।

www.pathagar.com

এই কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন পিতা-পুত্র দু'জন নবী হযরত ইবরাহীম (আ) এবং ইসমাঈল (আ) এক লা শারীক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য। সেই মহান পবিত্র ঘর মূর্তির আস্তানা হলো কীভাবে?

হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘরের পাশে হযরত হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে রেখে যাবার সময় দু'আ করেছিলেন (কুরআনের ভাষায়) :

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. رَبَّنَا إِنِّيْ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ.

"ইবরাহী যখন বললেন, হে প্রভু! তুমি এই (মক্কা) শহরকে নিরাপদ রাখো এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করো। হে প্রভু! এসকল মূর্তি তো অসংখ্য মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব, যে ব্যক্তি আমাকে অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হবে (সেক্ষেত্রে) নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক ! আমি তো আমার কতক বংশধরকে তোমার পবিত্র ঘরের নিকট ফসলহীন অনুর্বর ভূমিতে বসবাসের জন্য রেখে যাচ্ছি। হে আমাদের প্রভু! তারা যেনো নামায কায়েম করে। আপনি কতক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন এবং ফলমূল দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে" (সূরা ইবরাহীম : ৩৫-৩৭)।

দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ হযরত হাজেরা (রা)-কে হযরত ইবরাহীম (আ) জন-মানবহীন, গাছপালা-তরুলতাহীন অনুর্ভর ভূমিতে সাথে এক থলে খেজুর ও এক কুজা পানি দিয়ে রেখে গেলেন। স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের এই নিদারুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য উপলব্ধি করা গেলেও ভাষায় বর্ণনা করা সুকঠিন। কে জানতো, এই

www.pathagar.com

সহায়–সম্বলহীন মাতা-পুত্রের উসীলায় এখানে গড়ে উঠবে পৃথিবীর সর্বোত্তম নিরাপদ নগরী মক্কা মুকাররামা। আল্লাহ তায়ালা এই শহরের নামকরণ করেছেন 'বালাদুল আমীন' (দ্র. সূরা ৯৫ : ৩)। তিনি আরো বলেছেন, "যে লোকই এখানে প্রবেশ করবে সে পূর্ণ নিরাপদ" (দ্র. সূরা ৩ : ৯৭)।

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَّا تُشْرِكْ بِيْ شَيْئًا وَّطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ.

"আমি যখন ইবরাহীমের জন্য কা'বা ঘরের স্থান নির্ধারণ করে দিলাম (তখন বললাম), আপনি আমার সাথে কোনো কিছু শরীক করবেন না এবং তাওয়াফকারী, নামায আদায়কারী ও রুকু-সিজদাকারীদের জন্য আমার ঘরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখুন। আর আপনি লোকজনের মধ্যে হজ্জ করার ঘোষণা দিন, তারা আপনার নিকট আসবে পায়ে হেঁটে এবং সকল প্রকার ক্ষীণকায় উটে চড়ে, তারা আসবে দূর–দূরান্তের পথ অতিক্রম করে" (সূরা হজ্জ: ২৬:২৭)।

শির্ক ও মূর্তিপূজা অমার্জনীয় গুরুতর অপরাধ

দীন ইসলামের মূল ভিত্তি হলো 'তাওহীদ' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা নিরংকুশভাবেই যে কোনো দিক থেকে এক ও একক এবং তাঁর কোনো শরীক নেই। সকল যুগের নবী-রাসূলগণের মূল দাওয়াতই ছিল,"তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই" (৭ঃ ৫৯,৬৫,৭৩,৮৫; ১ : ৫০,৬১,৮৪)। শির্ক তথা মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তাঁরা নিরন্তর সংগ্রাম সাধনা করেছেন এবং তাওহীদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করেছেন। শির্ক অর্থাৎ অংশীবাদিতা বা মূর্তিপূজার অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرٰى إِثْمًا عَظِيْمًا.

www.pathagar.com

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করাকে ক্ষমা করেন না এবং তা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। যে লোক আল্লাহ্‌র সাথে শরীক স্থির করে সে এক ভয়ানক পাপ করে" (সূরা নিসা: ৪৮)।

إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُّشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا.

"আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা হলে নিশ্চয়ই তিনি সেই অপরাধ ক্ষমা করবেন না, তা ছাড়া অন্য যে কোনো অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করে, সে তো মরাত্মকভাবে পথভ্রষ্ট হয়" (সূরা নিসা:১১৬)।

মানুষের স্বহস্তে গড়া বাকশক্তিহীন, বোধহীন, জ্ঞানহীন, নিষ্প্রাণ কল্পিত দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার অসারতা তুলে ধরে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ ط إِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهُ ط وَإِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ط ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ . مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ط إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ.

"হে মানবজাতি! একটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে, তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেগুলোর কাছে আবেদন-নিবেদন করো, সেগুলো একত্রে সমবেত হয়ে একটি মাছিও সৃষ্টি করতে কখনো সক্ষম হবে না। এগুলোর নিকট থেকে মাছি যা কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তা উদ্ধার করতে এগুলো মোটেই সক্ষম নয়। প্রার্থনাকারী এবং যেগুলোর নিকট প্রার্থনা করা হয় উভয়ই কতো শক্তিহীন, কতো দুর্বল! ওরা আল্লাহ্‌র যথাযথ মর্যাদাই উপলব্ধি করলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাশক্তিমান, মহাপরাক্রমশালী" (সূরা হজ্জ:৭৩-৭৪)।

অপর আয়াতে এসব কল্পিত মূর্তির অসহায়ত্বের বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরে মহান আল্লাহ বলেন (সূরা আম্বিয়া : ৫১-৭০) ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا إِبْرٰهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِيْنَ . إِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ . قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا

www.pathagar.com

لَهَا عَابِدِيْنَ . قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنتُمْ وَاٰبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ . قَالُوْا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِيْنَ . قَالَ بَلْ رَّبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ الَّذِيْ فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلٰى ذٰلِكُمْ مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ . وَتَاللّٰهِ لَأَكِيْدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ . فَجَعَلَهُمْ جُذَاذاً إِلَّا كَبِيْراً لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ . قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ. قَالُوْا سَمِعْنَا فَتًى يَّذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ . قَالُوْا فَأْتُوْا بِهِ عَلٰى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ . قَالُوْا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَا يَا إِبْرٰهِيْمُ . قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا فَاسْأَلُوْهُمْ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ . فَرَجَعُوْا إِلٰى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوْا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُوْنَ . ثُمَّ نُكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هٰؤُلَاءِ يَنْطِقُوْنَ . قَالَ أَفَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَّلَا يَضُرُّكُمْ. أُفٍّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ. قَالُوْا حَرِّقُوْهُ وَانْصُرُوْا اٰلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِيْنَ. قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِيْ بَرْداً وَّسَلَاماً عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ . وَأَرَادُوْا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِيْنَ .

"আমি ইতোপূর্বে ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম এবং আমি তাকে উত্তমরূপে জানতাম।

"যখন তিনি তার পিতা ও জাতিকে জিজ্ঞেস করলেন, এসব মূর্তি কী, যেগুলোর পূজা-অর্চনায় তোমরা মশগুল রয়েছ?

"তারা জবাব দিলো, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে এদের পূজায় মশগুল পেয়েছি।

"তিনি বললেন, অবশ্যই তোমরা নিজেরাও এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরাও স্পষ্টতই বিপথগামী হয়ে আছো।

www.pathagar.com

"তারা বললো, তুমি কি আমাদের নিকট সত্য-সঠিক ধর্ম নিয়ে এসেছ, নাকি তুমি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারীদের একজন?

"তিনি বললেন, বরং তোমাদের প্রভু তো আকাশসমূহ ও পৃথিবীরও প্রভু, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং এ বিষয়ে আমি তোমাদের সামনে অন্যতম সাক্ষী।

"আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা যখন পিছনে ফিরে চলে যাবে, তখন আমি তোমাদের মূর্তিগুলো সম্পর্কে অবশ্যই একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

"অতএব তিনি মূর্তিগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করলেন, তাদের প্রধান মূর্তিটি ব্যতীত, যাতে তারা সেটির কাছে ফিরে আসে।

"তারা পরস্পরকে বললো, আমাদের দেব-দেবীর সাথে এরূপ আচরণ কে করেছে? নিশ্চয়ই সে মারাত্মক স্বৈরাচারী (৫৯)।

"কেউ বললো, ইবরাহীম নামে কথিত এক যুবককে আমরা এগুলোর সমালোচনা করতে শুনেছি (৬০)।

"তারা বললো, তোমরা তাকে জনগণের সামনে হাজির করো, যাতে তারা দেখতে পায় (৬১)।

"তারা জিজ্ঞেস করলো, হে ইবরাহীম! তুমিই কি আমাদের দেব-দেবীর সাথে এই কাণ্ড করেছ (৬২)?

"তিনি বললেন, বরং মূর্তিগুলোর মধ্যকার প্রধানটিই এই কাজ করেছে। তোমরা মূর্তিগুলোকে জিজ্ঞেস করো, যদি এগুলো জবানবন্দি দিতে পারে (৬৩)।

"তখন তারা নিজেদের মনে মনে চিন্তা করলো এবং পরস্পরকে বললো, আসলে তোমরাই স্বৈরাচারী যালেম (৬৪)।

"অতঃপর তাদের মাথা হেঁট হয়ে গেলো (এবং বললো,) তুমি তো অবশ্যই জানো যে, মূর্তিগুলো কথা বলতে পারে না (৬৫)।

"তিনি বললেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুর পূজা-অর্চনা করবে যেগুলো তোমাদের কোনো উপকারও করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না (৬৬)?

www.pathagar.com

"তারা পরস্পরকে বললো, তোমরা যদি কিছু করতে চাও তবে তাকে আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে দাও এবং তোমাদের দেব-দেবীকে সাহায্য করো (৬৮)।

"আমি বললাম, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও শান্তিময় হয়ে যাও (৬৯)।

"তারা ইবরাহীমের ক্ষতিসাধন করতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমি তাদেরকে নিকৃষ্টভাবে ব্যর্থ করে দিলাম" (৭০)।

হযরত ইবরাহীম (আ) এভাবে মূর্তিপূজার অসারতা তুলে ধরেন। তিনি, পুত্র ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র লূত (আ) অবিরাম প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে আরব ভূমিসহ ফিলিসতীন ভূমিকে শির্ক তথা মূর্তিপূজার অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসেন। তিনি কা'বা ঘরকে তাওহীদের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাওহীদের পতাকাবাহী মানুষেরা ইবরাহীম (আ)-এর ধর্মের অনুসরণ করতে থাকে নিষ্ঠার সাথে।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ-উপদেশ বর্জন করার পরিণতি

চিন্তার বিষয় হলো, এই তাওহীদবাদী জাতিটি কীভাবে মূর্তিপূজক হলো এবং কালক্রমে কীভাবে তাওহীদের এই প্রাণকেন্দ্র কা'বার চত্বরে মূর্তির অনুপ্রবেশ ঘটলো! যেদিন রাসূলে পাক (সা) মক্কা জয় করে কা'বা ঘরের চত্বরে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত ছিল।

তাওহীদবাদী এই মানব গোষ্ঠী কালপরিক্রমায় নবী-রাসূলগণের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে বর্তমান কালের মতো আসমানী কিতাব বর্জন করে আলোর পথ থেকে অন্ধকারে পা বাড়াতে থাকে এবং আজ আমরা যেমন কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলে দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করে বিপথগামী হচ্ছি এবং চতুর্দশ শতকের খৃস্টীয় অন্ধকার মধ্যযুগে ফিরে গেছি, তদ্রূপ তারাও বিশ্বের মূর্তিপূজারী জাতিসমূহের সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হতে হতে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়। সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কা'বা ঘরের চত্বরে মূর্তি স্থাপন করেছিল তার নাম আবূ খুযাAi আমর ইবনে আমের।

www.pathagar.com

মসজিদুল হারাম তথা কা'বা ঘরের মর্যাদা

কা'বা ঘরকে আল্লাহ্ তায়ালা মানবজাতির কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত মসজিদের তুলনায় কা'বা শরীফের মর্যাদা সর্বাধিক। এটিই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকেই মহানবী (সা)-এর মি'রাজে গমনের সূচনা হয়।

سُبْحَانَ الَّذِيْ أَسْرٰى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

"পবিত্র মহান সেই সত্তা যিনি তাঁর এক বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস)-এর দিকে" (সূরা বনী ইসরাঈল : ১)।

এটিই পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ। একে আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের নিরাপদ আশ্রয়স্থল ঘোষণা করেছেন, এই ঘরের হজ্জ করা তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করেছেন এবং এর বরকতে মক্কা নগরীকে নিরাপদ শান্তির শহর হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ . فِيْهِ اٰيٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ إِبْرٰهِيْمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا .

"মানব জাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল তা তো বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। তা বিশ্ববাসীর জন্য বরকতপূর্ণ ও পথনির্দেশ। তাতে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, (যেমন) মাকামে ইবরাহীম। আর যে কেউ সেখানে প্রবেশ করলো সে নিরাপদ। আল্লাহ্র উদ্দেশে এই ঘরের হজ্জ করা মানুষের কর্তব্য, যার সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য আছে" (সূরা আল ইমরান: ৯৬-৯৭)।

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِيْ حَرَّمَهَا.

"আমি তো নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েছি এই (মক্কা) শহরের প্রভুর ইবাদত করার জন্য, যিনি একে করেছেন মহাসম্মানিত" (সূরা নামল : ৯১)।

কা'বা ঘরের চত্বরে এক রাকআত নামায পড়ার ফযীলাত অন্যত্র লাখো রাকআত নামায পড়ার সমান। আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা নিয়ে কেবল তিনটি মসজিদের উদ্দেশেই সফর করার অনুমতি রয়েছে। মহানবী (সা) বলেন :

www.pathagar.com

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلاَّ اِلٰى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى.

"কেবল তিনটি মসজিদে যাবার জন্যই (সওয়াবের নিয়াতে) সফর করা যেতে পারেঃ মসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ), রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মসজিদ (মসজিদে নববী) এবং মসজিদুল আকসা তথা বাইতুল মুকাদ্দাস" (সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাদলিস-সালাত ফী মাসজিদ মাক্কাহ ওয়াল-মাদীনাহ, বাব ১, নং ১১৮৯)।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ কা'বা ঘরে হজ্জ করে আসছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ) কর্তৃক প্রচারিত মূর্তিপূজা বিবর্জিত তাওহীদবাদী ধর্ম ইসলাম আরবদেশে কালান্তরে নিজের স্বকীয়তা টিকিয়ে রাখতে পারেনি। গোটা দেশে পুনরায় মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটে। মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত করার সাথে সাথে মূর্তিপূজাও করতে থাকে। তারা নিজেদের হাতে গড়া পাথরের মূর্তিকে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের উপায় মনে করতে থাকে। পবিত্র কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে :

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفٰى.

"যেসব লোক আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এগুলোর পূজা কেবল এজন্যই করি, যাতে এরা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়" (সূরা যুমার : ৩)।

মূর্তিপূজারীদের একটি দর্শন এই যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ হলেন কল্পনাতীত অসীম সত্তা এবং মানুষ একান্তই সসীম (সীমাবদ্ধ) সত্তা। সসীম কখনো সরাসরি অসীমের কাছে পৌঁছতে পারে না। এজন্য মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হয়। এই মূর্তিগুলো সেই মাধ্যম।

কিন্তু ইসলামী আকীদামতে স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক সরাসরি, মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই। "আমরা সরাসরি তোমারই ইবাদত করি এবং সরাসরি তোমারই সাহায্য চাই" (সূরা ফাতিহাঃ ৪)। স্রষ্টাকে উপলব্ধি করার জন্য এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি মানবদেহের মধ্যে স্থাপন করেছেন

www.pathagar.com

একটি কলব (মন-অন্তর), কোথাও পৌঁছতে যার কোনো বাহনের প্রয়োজন হয় না এবং তা কল্পনাতীত দ্রুত গতিসম্পন্ন।

কালক্রমে আরবজাতি এই নিষ্প্রাণ মূর্তিকে প্রয়োজন পূরণকারী, বিপদ থেকে উদ্ধারকারী এবং আল্লাহ্‌র কাছে তাদের সুপারিশকারী হিসেবে এদের পূজা-অর্চনা করতে থাকে। উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত যে, হযরত ইবরাহীম (আ) ছিলেন নিরেট তাওহীদের পতাকাবাহী এবং শির্‌ক ও পৌত্তলিকতার প্রতি চরম বিদ্বেষী। কিন্তু আরব জাতি তাদের মিল্লাতের, বিশেষত কুরাইশ বংশের পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শিক্ষাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলো এবং মূর্তিপূজায় লিপ্ত হলো। কিন্তু এই বিচ্যুতি ক্ষণকালের মধ্যেই ঘটেনি। না জানি কতো শত কালের ব্যবধানে কতটি বংশ পরম্পরা অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা মূর্তিপূজারী হলো।

কোথা থেকে এলো এই পৌত্তলিকতা? কীভাবে তা বিস্তার লাভ করলো? ইবরাহীম (আ) ও ইসমাঈল (আ)-এর প্রতি আরবদের ছিল অগাধ বিশ্বাস, ভক্তি ও ভালোবাসা। তাঁরা দু'জনেই কা'বাঘর নির্মাণ করেন। তাই এই ঘরের প্রতিও ছিল আরবদের অগাধ ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধ। কিন্তু ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধের আতিশয্যে তারা কা'বার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরগুলোকেও ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে থাকে। এগুলোও তাদের কাছে বরকত লাভের উৎসে পরিণত হলো।

ক্রমান্বয়ে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছতে থাকে যে, তারা রোজগারের আশায় বা ব্যবসা উপলক্ষে মক্কার বাইরে কোথাও সফরে গেলে সাথে করে এখানকার একটি পাথরও নিয়ে যেত। তারা ভাবতো, এতে তারা সফরে নিরাপদ থাকবে এবং তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। এখানেই শেষ নয়, যারা মক্কা থেকে দূরে বসবাস করতো, সচরাচর যাদের কা'বা ঘরে আসা সম্ভব ছিল না, তারা কা'বার চত্বর থেকে এক একটি পাথর তুলে নিয়ে নিজেদের এলাকায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে তা স্থাপন করে, কা'বা ঘরের মতো তার চারপাশে তাওয়াফ করতো এবং হাজরে আসওয়াদের অনুরূপ তাতে চুমা দিতো।

যে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ) উপর্যুপরি জিহাদ করেছেন, নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছেন, অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন এবং দেশত্যাগ

www.pathagar.com

করতে বাধ্য হয়েছেন, সেই মূর্তিপূজা আবার আরব জাহানে ফিরে এলো এবং তাওহীদের স্থলে অংশীবাদী মূর্তিপূজার ধর্ম বিস্তার লাভ করলো।

মক্কা মুআজ্জমায় সর্বপ্রথম যে মূর্তির অনুপ্রবেশ ঘটে এবং কা'বা ঘরের চত্বরে স্থাপন করা হয় সেটি হলো 'হুবাল' নামীয় পাথরের মূর্তি। খুযাআ গোত্রের আমর ইবনে আমের ইবনে লুহাই এই মূর্তি নিয়ে আসে। সে কোথাও সফরে গিয়ে দেখতে পায় যে, সেখানকার লোকজন মূর্তিপূজা করছে। জাঁকজমকপূর্ণ পূজার অনুষ্ঠান তার নিকট খুবই মনোমুগ্ধকর ছিল। সে লোকজনের নিকট থেকে হুবাল মূর্তি সংগ্রহ করে মক্কায় নিয়ে আসে। এই এক মূর্তির দেখাদেখি কালক্রমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্র কর্তৃক কা'বা ঘরের চারপাশে ৩৬০টি মূর্তি স্থাপিত হয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنْ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَاءِبَ وَعَبَدَ الْاَصْنَامَ اَبُوْ خُزَاعَةَ عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ وَاِنِّىْ رَاَيْتُهُ يَجُرُّ اَمْعَاءَهُ فِى النَّارِ.

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন: আবু খুযাআহ আমর ইবনে আমেরই সর্বপ্রথম দেব-দেবীর নামে পশু ছেড়ে দেয়ার প্রথা প্রচলন করে এবং মূর্তির পূজা করে। আমি তাকে দোযখের মধ্যে তার নাড়িভুঁড়ি টেনে-হিঁচড়ে চলতে দেখেছি" (মুসনাদ আহমাদ, ১খ, পৃ. ৪৪৬, নং ৪২৫৮; আরো দ্র. বুখারী, তাফসীর সূরা মাইদা, বাব ১৩, নং ৪৬২৩-২৪; মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত, বাব ১৩, নং ৭১৯৩/৫১)।

উপরন্তু অন্যান্য আরব গোত্রের নিজস্ব দেবমূর্তিও ছিল। যেমন 'উয্যা' কুরাইশ বংশের সর্বপ্রধান মূর্তি, 'লাত' তায়েফের ছাকীফ গোত্রের মূর্তি, 'মানাত' মদীনার আওস ও খাযরায গোত্রের মূর্তি। এছাড়াও আরবের বহু স্থানে আরো অনেক মূর্তি স্থাপিত ছিল। এ সম্পর্কে 'কিতাবুল আসনাম' নামে একটি স্বতন্ত্র কিতাবও রচিত হয়েছে।

কা'বা শরীফ, এটি সেই মহাসম্মানিত ঘর যা হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ) নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের পবিত্র হাতে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁরা বড়ই আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তা নির্মাণ করেছিলেন যে, তা হবে তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র, হবে মহান প্রভুর মহিমান্বিত ঘর। কিন্তু তাঁর জাতি সহযোগিতা করেনি।

www.pathagar.com

আল্লাহ্‌র ঘর মূর্তির ঘরে পরিণত হলো, তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র শির্‌ক-পৌত্তলিকতার বেদিতে পর্যবসিত হলো। লোকজন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর শিক্ষাকে বেমালুম ভুলে গেলো। তাদের মনে একবারও উদয় হলো না যে, এই ঘর থেকেই তাওহীদের আওয়াজ ধ্বনিত হয়েছিল। তাদের অবস্থা এমন হলো যে, মূর্তিপূজা ছাড়া কোনো সত্য ধর্ম হতে পারে তা ছিল তাদের কল্পনাতীত। তাদের এই মহান পিতা মূর্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সমগ্র জাতির দুশমনে পরিণত হয়েছিলেন। নিজ পিতা আযর বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিল :

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ الِهَتِيْ يَاِبْرَاهِيْمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِيْ مَلِيًّا .

"পিতা বললো, ইবরাহীম! তুমি কি আমার দেব-দেবীর বিরুদ্ধাচারী? যদি তুমি বিরত না হও তবে আমি পাথর মেরে তোমাকে হত্যা করবোই। তুমি চিরদিনের জন্য আমাদের ত্যাগ করে দূর হয়ে যাও" (সূরা মার্‌য়াম : ৪৬)।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর অধস্তন বংশধর মহানবী হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দীনের পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য, তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র কা'বা ঘরকে মূর্তিমুক্ত করার জন্য এবং মানব জাতিকে পুনরায় তাওহীদের শিক্ষায় ফিরিয়ে আনার জন্য আরব ভূমিতে আবির্ভূত হলেন। তিনি পিতৃপুরুষ ইবরাহীমের মতোই মূর্তিপূজার অসারতা তুলে ধরে বিশ্ববাসীকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করার আহ্বান জানালেন।

يَاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা (ভ্রান্ত নীতি ও তার বিপজ্জনক পরিণতি থেকে) নিষ্কৃতি পেতে পারো" (সূরা বাকারা : ২১)।

তাওহীদের প্রতিষ্ঠা এবং মূর্তিপূজার মূলোৎপাটনের জন্য মহানবী (সা) প্রাণান্তকর চেষ্টা-সাধনা করেন। গোটা আরবজাতি তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর

www.pathagar.com

বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। তাঁর প্রাণনাশের জন্য বহুবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সামাজিকভাবে তিনটি বছর যাবত বয়কট করে রাখা হয়। শেষ পর্যন্ত তিনি মক্কাভূমি ত্যাগ করে মদীনায় চলে যেতে বাধ্য হন। আল্লাহ্‌র অপার মহিমা! তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে তিনি আরব ভূমিকে মূর্তিপূজার কদর্যতা থেকে মুক্ত করে তাওহীদের উর্বর ভূমিতে পরিণত করেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ ভূমিতে আর কখনো মূর্তিপূজার প্রচলন হতে পারবে না।

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيِسَ اَنْ يَّعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِى التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ.

"জাবের (রা) বলেন, আমি নবী (সা)-কে বলতে শুনেছি: নিশ্চয়ই শয়তান আরব উপদ্বীপের নামাযীদের উপাসনা পাবার ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ বাধাবার ব্যাপারে হতাশ হয়নি" (মুসলিম, সিফাতুল মুনাফিকীন, বাব ১৬, নং ৭১০৩/৬৫; তিরমিযী, কিতাবুল বির, বাব ২৫, নং ১৯৩৭; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ, পৃ. ৩১৩, নং ১৪৪১৯, আরো দ্র. নং ৮৭৯৬)।

মহানবী (সা)-এর তাওহীদের দাওয়াত আজ তাঁর উম্মতের মাধ্যমে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। পৃথিবীর এমন একটি দেশও বাকি নেই যেখানে তাওহীদের পতাকাবাহী নেই।

হেদায়াতপ্রাপ্ত উম্মত যেভাবে হেদায়াত বঞ্চিত হয়

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে নবী-রাসূলগণকে আসমানী কিতাবসহ পাঠিয়ে তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করেছেন। হযরত আদম ও হাওয়া (আ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় আল্লাহ তায়ালা বলেন :

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

www.pathagar.com

"অতঃপর আমার পক্ষ থেকে যে পথনির্দেশ তোমাদের নিকট পৌঁছবে, যারা আমার সেই পথনির্দেশ অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না। আর যারা (তা) প্রত্যাখ্যান করবে এবং আমার বাণীসমূহ মিথ্যা মনে করবে তারা নিশ্চয়ই দোযখবাসী হবে, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে" (সূরা বাকারা: ৩৮-৩৯)।

উপরোক্ত আয়াতের প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবী-রাসূলগণকে আসমানী কিতাবসহ পাঠিয়ে মানবজাতিকে সৎপথ দেখিয়ে দিয়েছেন। যারা নবী-রাসূলগণের প্রদর্শিত পথে চলেছে তারা প্রভূত কল্যাণ লাভ করেছে। আর যারা তাদেরকে অমান্য করে বিপথগামী হয়েছে, তারা দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ইহুদী-খৃস্টানরা তাওরাত-ইনজীলসহ নিজ নিজ নবীগণের শিক্ষা বর্জন করে চরমভাবে পথভ্রষ্ট হয়েছে। তারা তাদের আসমানী কিতাবের নিজেদের সুবিধামত কিছু অংশ মানে এবং বেশিরভাগই অমান্য করে। বর্তমান কালে তারা ধর্মের কিছুই মানে না। তাদের কাছে তাওরাত-ইনজীলের আদেশ-নিষেধ উপদেশ ও হালাল-হারামের কোনো মূল্য নেই। আসমানী কিতাবের অংশবিশেষ মান্য করা এবং বাকি অংশ বর্জন করার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ إِلٰى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ মান্য করো এবং কিছু অংশ প্রত্যাখ্যান করো? তোমাদের যারাই এরূপ করবে তাদের প্রতিদান এই যে, তারা পার্থিব জীবনে লাঞ্ছিত হবে এবং কিয়ামতের দিন তাদেরকে ভয়ংকর শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে উদাসীন নন" (সূরা বাকারা: ৮৫)।

ইহুদী-খৃস্টানদের মত আজ মুসলমানরাও নিজ নিজ সুবিধামত কুরআনের কিছু অংশ মানে, কিছু অংশ বেপরোয়াভাবে অমান্য করে, এমনকি প্রকাশ্যে সমালোচনাও করে। তাদের এতটুকুও বোধশক্তি নেই যে, কোনো মুসলমান

www.pathagar.com

কুরআনের কোনো নির্দেশের সমালোচনা করলে সে তৎক্ষণাৎ মুরতাদ তথা ধর্মদ্রোহী কাফের হয়ে যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের উপায় কী?

কুরআন-সুন্নাহকে আকড়ে ধরো

إِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَهْدِىْ لِلَّتِىْ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيْرًا.

"নিশ্চয়ই এই কুরআন সেই পথই দেখায় যা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ়। তা উত্তম কাজ সম্পাদনকারী ঈমানদারগণকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার" (সূরা বনী ইসরাঈল: ৯)।

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا . يَّهْدِىْ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهِ ط وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا.

"আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি। তা সত্য-সঠিক পথে পরিচালিত করে। আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের প্রভুর সাথে কাউকে শরীক করবো না" (সূরা জিন : ১-২)।

মহানবী (সা) বলেন:

وَاِنِّىْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَّا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اِنْ اِعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ.

"আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরে থাকো তবে কখনো বিপথগামী হবে না। তা হলো আল্লাহ্‌র কিতাব" (আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক, বাব ৫৬, নং ১৯০৫; ইবনে মাজা, মানাসিক, বাব ৮৪, নং ৩০৭৪; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুল কাদর, ৩ নং হাদীস, তাতে وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (ص) (এবং আল্লাহ্‌র নবীর সুন্নাহও) উল্লেখ আছে: মুসনাদ আহমাদ, ৩খ, পৃ. ২৬, নং ১১২২৯)।

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, কুরআন মজীদ এবং রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের শিক্ষা ও চর্চা বিদ্যমান থাকলে আমাদের বিপথগামী হওয়ার আশংকা নেই। এর শিক্ষা ও চর্চা থেকে বিচ্যুত হলেই মুসলিম

www.pathagar.com

উম্মাহ্‌র মহাসর্বনাশ হবে এবং তারা বিপথগামী হয়ে পড়বে। অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন।

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ. فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَاَنَّ هٰذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا. فَقَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا. فَاِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِىْ فَسَيَرٰى اِخْتِلَافًا كَثِيْرًا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

"আল-ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) বলেন, রাসূলyল্লাহ (সা) আমাদের সাথে নিয়ে ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে ফিরলেন। তিনি আমাদের উদ্দেশে মর্মস্পর্শী ভাষায় ওয়াজ-নসীহত করলেন। তাতে আমাদের চোখগুলো অশ্রুসিক্ত হলো এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হলো। এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মনে হয় এ যেনো বিদায়ী ব্যক্তির অন্তিম ভাষণ। অতএব আপনি আমাদের উপদেশ দিন। তিনি বলেন: আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌কে ভয় করার, নেতৃ-আদেশ শোনা ও মান্য করার উপদেশ দিচ্ছি, যদিও সে (নেতা) হাবশী গোলাম হয়। কেননা আমার পরে তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে, তারা অচিরেই বহু মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার নীতি-আদর্শ এবং সৎপথের অনুসারী খুলাফায়ে রাশেদীনের নীতি-আদর্শকে ধারণ করবে এবং তা সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে। কিন্তু সাবধান! তোমরা দীন বিরোধী প্রতিটি নতুন কার্যকলাপ বর্জন করবে। কারণ দীনবিরোধী প্রতিটি কার্যকলাপ হচ্ছে বিদ্‌আত এবং প্রতিটি বিদআত হচ্ছে ভ্রষ্ট ও বিপথগামী" (আবূ দাউদ, কিতাবুস-সুন্নাহ, বাব ৫, নং ৪৬০৭; তিরমিযী, ইলম, বাব ১৬, নং ২৬৭৬; দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব ১৬, নং ৯৫; ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, বাব ৬, নং ৪২-৪৪; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৪খ, পৃ. ১২৬, নং ১৭২৭২; আল-মুসতাদরাক হাকেম, ১খ, পৃ. ৯৬-৯৭)।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, অচিরেই প্রচুর বিভেদ-মতভেদ দেখা দিবে, বিভিন্ন মত ও পথের উদ্ভব হবে। এরূপ বিশৃংখলাপূর্ণ সময়ে রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে তাঁর নীতি-আদর্শ এবং চার খলীফায়ে রাশেদের নীতি-আদর্শকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। নতুনভাবে উদ্ভাবিত পথভ্রষ্টকারী মতবাদ ও মতাদর্শ সতর্কতার সাথে পরিহার করে চলতে বলেছেন। তাহলেই আমরা ইসলামের জীবনধারার উপর অবিচল থাকতে পারবো।

রাসূলুল্লাহ (সা) এক যুগান্তকারী মহাবিপ্লব ঘটালেন

আল্লাহ তায়ালা রাসূলুল্লাহ (সা)-কে যে জীবনাদর্শ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তিনি তাঁর আলোকে ২৩ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর জীবদ্দশায় আরব ভূমিকে পৌত্তলিকতামুক্ত করে বারো লক্ষ বর্গমাইল এলাকার মানুষকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত ও আনুগত্যে সমবেত করেন। তাঁর পরে তাঁর সাহাবায়ে কিরাম এ আদর্শ জীবন ব্যবস্থাকে এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অঞ্চলে প্রসারিত করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তা আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে ইউরোপ মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। সুদূর স্পেন থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মুসলমানরা ইসলামী আদর্শের শাসন কায়েম করেন। এই উম্মত ১২ শত বছর পর্যন্ত অত্যন্ত শান-শওকত ও শৌর্য-বীর্যের সাথে পৃথিবীর বিরাট ভূভাগ ইসলামী শরীয়া আইনের ভিত্তিতে শাসন করে।

রাসূলুল্লাহ (সা) ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আলোকোজ্জ্বল শিক্ষার মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ এক দল মানবগোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন। কুরআন-হাদীসের সেই শিক্ষা গ্রহণ করে যুগের পর যুগ ধরে পৃথিবীর সর্বাধিক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী একটি উম্মত গড়ে উঠেছে। শুধু তারা নিজেরাই নয়, মধ্যযুগের (১৪শ শতক) অন্ধকারে নিমজ্জিত ইউরোপও মুসলিম সভ্যতার সংস্পর্শে এসে নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয় এবং অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসার পথ পেয়ে যায়, যদিও তারা ইসলামের অনুশাসনে ঈমান আনেনি।

এই কুরআন-সুন্নাহ্‌র শিক্ষায় উজ্জীবিত মুসলিম উম্মাহ পৃথিবীর তৎকালের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র উসমানী সাম্রাজ্য, মুগল সাম্রাজ্য এবং ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপাইনসহ বিরাট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। তারা ইউরোপের এক বিরাট অংশে দীর্ঘ আট শত বছর ধরে সফলতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করে। তারা ইসলামের শরীয়া আইন দ্বারা পৃথিবীর এই বিরাট ভূভাগ শাসন করে প্রমাণ করে যে,

www.pathagar.com

ইসলামী আইন সকল জাতি, সব দেশ এবং সর্বকালের উপযোগী। দীর্ঘ কালের নিরন্তর গবেষণা এবং বাস্তব অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামী আইন ব্যবস্থা একটি অত্যন্ত সুদৃঢ় কাঠামো লাভ করে। পৃথিবীর কোনো আইন কাঠামোই এতো দীর্ঘ কাল ধরে মানব সমাজে বহাল থাকতে পারেনি। ইউরোপীয় খৃস্টান শক্তি একটি উল্লেখযোগ্য কাল, বিশেষ করে ভারতীয় উপ-মহাদেশে ১৯০ বছর ধরে শাসনকার্য পরিচালনা করে বহু চেষ্টা ও গবেষণা সত্ত্বেও শরীয়া আইনের এই কাঠামো ধ্বংস করতে পারেনি, যদিও এর মধ্যে কিছু বিকৃতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।

যে কোনো জাতির উত্থান-পতন অবশ্যম্ভাবী

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সময়ে মদীনায় ঘোড়া ও উটের দৌড় প্রতিযোগিতা হতো। উটের দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতিবারই তাঁর 'আল-আদবা' নামীয় উষ্ট্রীটি বিজয়ী হতো। তাতে মুসলমানরা খুবই আনন্দিত হতেন। একবারের প্রতিযোগিতায় 'আদবা' পিছনে পড়ে যায়। তাতে মুসলমানরা খুবই ব্যথিত হন।

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةٌ تُسَمَّى الْعَضْبَاءُ لَا تُسْبَقُ. فَجَاءَ اَعْرَابِيٌّ عَلَى قُعُوْدٍ فَسَبَقَهَا فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ حَتّٰى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللهِ اَنْ لَا يَرْتَفِعَ شَيْئٌ مِّنَ الدُّنْيَا اِلَّا وَضَعَهُ.

"আনাস (রা) বলেন, নবী (সা)-এর আল-আদবা' নামের একটি উষ্ট্রী ছিল। দৌড় প্রতিযোগিতায় সেটি পরাভূত হতো না। এক বেদুইন একটি যুবতী উষ্ট্রী নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলো এবং তাতে তার উষ্ট্রি বিজয়ী হলো। বিষয়টি মুসলমানদের জন্য মনস্তাপের কারণ হলো এবং তিনি (সা) তা অনুভব করলেন। তিনি বললেন, পৃথিবীর কোনো কিছুর চরম উন্নতি লাভের পর আবার তার অবনতির দিকে প্রত্যাবর্তিত করা আল্লাহ্‌র চিরন্তন নীতি" (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব ৫৯, নং ২৮৭২; আবু দাউদ, আদাব, বাব ৮, নং ৪৮২০; নাসাঈ, খায়ল, বাব ১৪, নং ৩৬১৮: মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., পৃ. ২৫৩, নং ১৩৬৯৪)।

www.pathagar.com

উপরোক্ত হাদীসের স্পষ্ট ও বাস্তব বক্তব্য হলো, 'উত্থানের পতন আছে'। যেমন পূর্ণিমার জন্য অমাবশ্যা অবশ্যম্ভাবী। মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ ১২ শত বছর ধরে অত্যন্ত শৌর্য-বীর্যের সাথে, মহাগৌরবের সাথে পৃথিবী শাসন করেছে। এখন তাদের পতন যুগ চলছে এবং সাথে সাথে তাদের উত্থান যুগও শুরু হয়েছে। তার সর্ববৃহৎ নিদর্শন হলো, আহযাব যুদ্ধে আরব কাফেরদের মতো সারা দুনিয়ার কুফরী শক্তি একাট্টা হয়ে একজোট হয়ে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে এবং তাদের অনুগত মুসলিম দেশসমূহের ক্ষমতাসীন রাজতান্ত্রিক, সামরিক ও তথাকথিত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো, যারা ইসলামের শরীয়াতী ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রবক্তা, তারা আজ বিশ্বময় ওদের দ্বারা চরম লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তারপরও অস্ত্রহীন-অর্থসম্বলহীন এ শক্তিকে দমানো যাচ্ছে না। এটাই মুসলিম শক্তির নব উদ্যমে উত্থানের ইংগিতবাহী। আজ যারা (পরাশক্তি) নিজেদের অস্ত্রবলে উন্মাদ হয়ে তাদেরকে বিচিত্রভাবে লোমহর্ষক নির্যাতন করছে, নির্মমভাবে হত্যা করছে, মূলত তাদের অমাবশ্যা শুরু হয়ে গেছে। কারণ জালেমদের আল্লাহ পছন্দ করেন না।

তোমাদেরকে স্বচ্ছ-সরল পথের উপর রেখে গেলাম

রাসূলুল্লাহ (সা) মুসলমানদেরকে সহজ-সরল-উজ্জ্বল দীনের উপর রেখে গেছেন। এর আদেশ-নিষেধ-উপদেশ পরিষ্কার ভাষায় বিবৃত। এর পথনির্দেশ দিনের আলোর মত স্পষ্ট। এ সম্পর্কে মহানবী (সা) বলেন :

قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيْغُ عَنْهُ بَعْدِىْ اِلَّا هَالِكٌ.

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে সুস্পষ্ট দীনের উপর রেখে যাচ্ছি। এর রাত তার দিনের মতই (উজ্জ্বল)। আমার পরে যে ব্যক্তি এই দীন থেকে বিমুখ হবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে" (সুনান ইবনে মাজা, মুকাদ্দিমা, বাব ৬, নং ৪৬)।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের স্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ.

www.pathagar.com

"কোনো ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন (বা মতাদর্শ) অন্বেষণ করলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে" (সূরা আল ইমরান :৮৫)।

অর্থাৎ যেসব লোক নিজেদের মুসলমান বলেও দাবি করে এবং বিভিন্ন বাতিল মতবাদ প্রতিষ্ঠার জোর প্রচেষ্টাও চালায়, তাদের এ আয়াত এবং পরবর্তী আয়াত সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা উচিতৎ।

كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوْا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا أَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَّجَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ.

"যে সম্প্রদায় তাদের ঈমান আনার পর, রাসূলকে সত্যবাদী বলে সাক্ষ্য দেয়ার পর এবং তাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণাদি আসার পর কাফের সুলভ কাজ করে, তাদেরকে আল্লাহ কিরূপে সৎপথে পরিচালিত করবেন ? আল্লাহ স্বৈরাচারী যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না" (সূরা আল ইমরান : ৮৬)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সৎপথপ্রাপ্ত উম্মত কিভাবে বিপথগামী হয় তার বর্ণনা দিয়েছেন। তারা (১) নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করে, (২) রাসূলের সত্যবাদী হওয়াও স্বীকার করে এবং (৩) তাদের নিকট আল্লাহ্‌র কিতাবও বিদ্যমান আছে। এমতাবস্থায় তারা বিংশ শতাব্দীর দু'টি কুফরী মতবাদ নাস্তিকতাবাদী চরম স্বৈরাচারী সমাজতন্ত্র এবং ধর্ম ও ধার্মিকতার প্রতি চরম অনিহা সৃষ্টিকারী 'সেকুলারিজমে'র প্রতি মুসলমানদের আহ্বান জানাচ্ছে। শুধু তাই নয়, তারা এসব বাতিল মতবাদকে উন্নতি, অগ্রগতি, কল্যাণ ও সফলতার চাবিকাঠি মনে করে এবং তাদের এই কর্মতৎপরতাকে নিজেদের উত্তম আমল বলে বিশ্বাস করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالاً . اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعاً.

"আপনি বলুন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করবো যে, কার্যকলাপের দিক থেকে কারা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত? পার্থিব জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা বিপথে পরিচালিত

www.pathagar.com

হয়েছে, আর তারা মনে করছে যে, তারা সৎকাজই করছে" (সূরা কাহ্‌ফ: ১০৩-১০৪)।

আমাদের মুসলমানদের মধ্যকার পাশ্চাত্য শিক্ষাধারায় উচ্চশিক্ষিত বহু মানুষ আল্লাহ্‌র দীনের বিরুদ্ধাচরণ করে, ধর্মের বিধানসমূহ বেপরোয়াভাবে অমান্য করে, নীতি-নৈতিকতাকে চরমভাবে পদদলিত করে, কুফরী মতাদর্শ এবং মুসলমানদেরকে পথভ্রষ্টকারী ও সরাসরি কুরআন-হাদীস বিরোধী নীতি–নিয়ম ও আইন-কানুন রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করে। এরপরও তারা মনে করে যে, তারা খুব ভালো কাজ করে যাচ্ছে।

উপরোক্ত আয়াত দুটি এবং তার পরবর্তী আয়াতসমূহ এসব লোকের মনোযোগ সহকারে বারবার পড়া উচিৎ এবং গভীরভাবে চিন্তা করা জরুরী। একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈমানদার অবস্থায় শরীয়াত অনুমোদিত কাজ শরীয়াতের নীতি-নিয়ম অনুসারে করা হলেই কেবল তা সৎকাজ হিসেবে গণ্য হবে এবং তার সওয়াব আশা করা যায়।

মুসলিম উম্মাহ্‌র শক্তির উৎস সন্ধান

পাশ্চাত্যের খৃস্টান জাতি দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম উম্মাহ্‌কে পদানত করার জন্য এবং তাদের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করার মানসে তাদের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড'-এর নামে বহু যুদ্ধ করেছে, বহু কাল ধরে, কিন্তু মুসলিম শক্তিকে পদানত করতে সক্ষম হয়নি। অতঃপর তারা গবেষণায় লিপ্ত হয় মুসলিম উম্মার শক্তির উৎস সন্ধানে। তারা দেখতে পায় যে, *কুরআন-হাদীসভিত্তিক এক আদর্শিক উম্মাহর ধারণা এবং কুরআন-হাদীসভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ও ইসলামী বিধানমতে পরিচালিত সমাজব্যবস্থাই তাদের শক্তির মূল উৎস।*

তারা দীর্ঘ কালের জ্ঞান-গবেষণায় মুসলিম শক্তির মূল উৎসের সন্ধান পেয়ে তা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করে এবং তা বাস্তাবায়নে কৃতসংকল্প হয়। তারা সর্বপ্রথম আরব মুসলমানদের মধ্যে ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটাতে তৎপর হয়। তাদের মতবাদ গ্রহণের জন্য

www.pathagar.com

অচিরেই তারা মুসলমানদের মধ্যে মুহম্মদ আলী ও শরীফ হুসাইনের মতো এজেন্টও পেয়ে যায়। তারা সবক দিতে থাকে, তুমি মিসরী, তুমি ইরাকী, তুমি হিজাজী, তুমি কেনো তুর্কীদের শাসন মেনে নিবে? তুমি তাদের দুচ্ছেদ্য বন্ধন থেকে মুক্ত হও।

এই বিশাল উসমানী তুর্কী সাম্রাজ্যকে খণ্ডবিখণ্ড করার জন্য ইউরোপের খৃস্টান শক্তি বহু যুদ্ধ করেছে, কিন্তু বাঞ্ছিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়েছে। তবে জাতীয়তাবাদের অস্ত্র ব্যবহার করে তারা ক্রুসেড নামের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের চেয়েও বিপুল বিজয় অর্জন করেছে। অল্প কালের মধ্যেই বিশাল উসমানী সাম্রাজ্য, বিশেষ করে আরবভূমি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে কয়েক ডজন মেরুদণ্ডহীন শক্তিহীন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে খৃস্টান শক্তি রাইফেল নামক যুদ্ধের নতুন আগ্নেয়াস্ত্রও আবিষ্কার করে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিহত সামরিক শক্তির অধিকারী হয়। তারা অল্প কালের ব্যবধানে বিশাল উসমানী সাম্রাজ্যকে তছনছ করে দিলো। এদিকে একই সময়ে ভারতে মুসলমানদের বিশাল মুগল সাম্রাজ্যও খৃস্টান শক্তি দখল করে নেয়। অল্পকালের মধ্যে মুসলমানরা যেমন এশিয়া মহাদেশ পেরিয়ে আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে, তদ্রূপ খৃস্টান শক্তিও অল্প কালের মধ্যে বলতে গেলে সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ডের বিরাট ভূভাগ নিয়ে এশিয়ার শেষ প্রান্তে যে মুসলিম রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছিল তাও তারা সময়ের ব্যবধানে দখল করে নেয়।

মুসলমানদের হাত থেকে কুরআন ছিনিয়ে নাও

ভূমধ্য সাগরের ওপারের খৃস্টান শক্তি যুদ্ধে মুসলমানদের তীর-ধনুক-তরবারির বিপরীতে রাইফেল নামক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে অতি সহজে মিসরীয় (মামলুক) বাহিনীকে পরাভূত করে মিসর দখল করে। তারা লক্ষ করে যে, আল-কুরআনভিত্তক শিক্ষাব্যবস্থাই মুসলমানদের ঐক্য, সংহতি ও শৌর্য-বীর্যের অন্যতম উৎস। ইংল্যান্ডের তৎকালীন উপনিবেশ বিষয়ক সচিব (পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী) স্যার গ্লাডস্টোন ১৮৯৫ সালে এক হাতে কুরআনের একটি কপি উঁচিয়ে তুলে ধরে বৃটিশ কমন্স সভায় বলেন,

www.pathagar.com

So long as the Muslims have the Quran, we shall be unable to dominate them. We must either take it from them or make them lose their love of it.

"যতক্ষণ মুসলমানদের হাতে কুরআন থাকবে, আমরা তাদেরকে শাসন করতে সক্ষম হবো না। আমাদেরকে হয় এটা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে অথবা তারা যাতে এর প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে তার ব্যবস্থা করতে হবে" (মুহাম্মাদ কুতুব-এর 'আমরা কি মুসলমান' পুস্তক থেকে উধৃত)।

খৃস্টান শক্তি তাদের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ স্যার ডানলপকে মিসরে ডেকে এনে তাদের নিজস্ব ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে।

বাস্তবিকই তারা আমাদের হাত থেকে 'কুরআন'-কে ছিনিয়ে নিয়েছে, কুরআনের প্রতি আমাদের উদাসীন করেছে এবং তার প্রতি আমাদের আকর্ষণ তিরোহিত হচ্ছে। বর্তমানে (অনারব) মুসলিম বিশ্বে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে, কুরআন তার পাঠ্যতালিকায় নেই, নেই আল্লাহ্‌র রাসূলের বাণীর সংকলন হাদীসও। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যায়সমূহ থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র উচ্চ ডিগ্রির সনদ নিয়ে বের হয়, কিন্তু কুরআন-হাদীসের শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত অবস্থায়। কুরআন-হাদীসের শিক্ষাবঞ্চিত কোনো ছাত্র যদি ইসলাম বিরোধী হয় বা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ তার শিক্ষাজীবনটাই কুরআন-হাদীস বঞ্চিত। *গ্লাডস্টোনের পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। আমাদের হাত থেকে আমাদের শক্তির উৎস কুরআনকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।*

ওদেরকে খৃস্টান বানাও, দোভাষী বানাও

এদিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও ভারতে খৃস্টানদের নিজস্ব ধারার শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য লর্ড ম্যাকোলের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করে। ১৮৫৪ সালে তিনি সেই শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন:

We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the Millions whom we govern, a

www.pathagar.com

class of persons Indian in blood and colour but English in taste, opinian, Morals and intellect.

"বর্তমানে আমাদের সকল শক্তি নিয়োগ করে এমন এক শ্রেণীর লোক তৈরি করতে হবে, যারা আমাদের ও ভারতের কোটি কোটি মানুষের মধ্যে, যাদের আমরা শাসন করছি, দোভাষীর কাজ করবে। তারা শুধু রক্তে ও বর্ণে হবে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিবোধে, আগ্রহে ও চিন্তা-চেতনায় হবে ইংরেজ"।

লর্ড ম্যাকোলের শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা বিকৃত জাতি হিসেবে গড়ে উঠেছি। পাশ্চাত্যের শিক্ষিত জনেরা পৃথিবীব্যাপী বহু অবদান রেখেছে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারে পৃথিবীকে কানায় কানায় ভরে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর মানুষের জন্য কী আবিষ্কার করেছে! প্রতিটি মুসলিম দেশে সামরিক খাতে বাজেট বরাদ্দের পরই বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বরাদ্দ সর্বোচ্চ। আজকের স্বয়ংক্রিয় সামরিক অস্ত্রবলে তারা আমারেদ নিরস্ত্র প্রতিবাদী জনগোষ্ঠীকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ছে, নির্বিচারে হত্যা করছে এবং করাচ্ছে। গত বিশ বছরে তারা প্রায় দুই কোটি নিরস্ত্র নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করেছে। তারপরও মুসলমানরা সন্ত্রাসী। মুসলিম দেশসমূহের শাসক গোষ্ঠী এবং ধর্মীয় শিক্ষা ও ভাবধারা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীও 'হিজ মাস্টার'স ভয়েস' হয়ে একই কথা বলছে। সাদ্দাম সন্ত্রাসী কিন্তু বুশ শান্তিবাদী!

অতএব এই শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা ডিগ্রি লাভ করে বিশ্ববাসীর জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো অবদান রাখতে পারিনি, পারবও না। বরং আমরা জীবনের সব ক্ষেত্রে তাদের রং-এ রঞ্জিত হয়ে আমাদের নিজস্ব ধর্ম, নৈতিকতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে তাদের মানসিক দাসে পরিণত হয়েছি। তাদের অনুসৃত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে কুফরের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে, আমরা চরমভাবে গোমরাহ হয়ে পড়েছি। আমরা আবিষ্কারের দুনিয়ায় নেই, আমরা আছি পরস্পর হানাহানি করে নিজেদের জনবল-ধনবল ধ্বংস করার দুনিয়ায়। আল্লাহ তায়ালা অবশ্যই আমাদের আগেভাগেই সতর্ক করে বলে দিলেন:

www.pathagar.com

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইহূদী ও খৃস্টনদেরকে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করো না। ইহূদী-খৃষ্টানরা পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। তোমাদের মধ্যকার কেউ তাদেরকে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ স্বৈরাচারী যালেম গোষ্ঠীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না" (সূরা মাইদা :৫১)।

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَّلَعِباً مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের যেসব লোক তোমাদের ধর্মকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ, সমালোচনা ও তামাশার বিষয় বানিয়েছে, তোমরা তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরদেরকে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাকো"(সূরা আনআম:৫৭)।

ওদের ধর্ম গ্রহণ না করলে তারা তোমার প্রতি 'রুষ্ট' থাকবে

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلاَ النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدٰى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ.

"ইহূদী ও খৃস্টানরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্ম গ্রহণ করো। তুমি বলো, আল্লাহর দেয়া পথনির্দেশই আসল পথনির্দেশ। তোমার নিকট জ্ঞান পৌঁছার পর তুমি তাদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করলে আল্লাহ থেকে (রক্ষার) তোমার কোনো পৃষ্ঠপোষক ও সাহায্যকারী থাকবে না" (সূরা বাকারা : ১২০)।

www.pathagar.com

ওরা তোমাদের ঈমানহারা করতে চায়

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ.

"অধিকাংশ আহলে কিতাব (ইহূদী-খৃস্টান) যে কোনোভাবেই হোক তোমাদেরকে তোমাদের ঈমান আনার পর পুনরায় কুফরের দিকে ফিরিয়ে নিতে চায়। সত্য যদিও তাদের নিকট প্রাকশিত হয়ে গেছে তথাপি নিজেদের হিংসাত্মক মনোবৃত্তির কারণে এটাই তাদের কাম্য" (সূরা বাকারা: ১০৯)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আহলে কিতাবের কোনো গোষ্ঠীর অনুসরণ করো তাহলে তারা তোমাদের ঈমান আনার পর আবার তোমাদেরকে কাফের বানিয়ে ছাড়বে" (সূরা আল ইমরান : ১০০)।

খৃস্টান জগত তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আশংকাজনকভাবে তাদের নিজেদের ধর্মের প্রতি উদাসীন, ধর্মবিরোধী ও ধর্মদ্রোহী করে ফেলেছে। তথাকথিত আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের নানাবিধ অধিকার চুক্তি ও স্মারকের মাধ্যমে তাদের হীন অপতৎপরতা অব্যাহত আছে। নিম্নোক্ত আয়াত মনোযোগ ও গভীর দূরদৃষ্টি সহকারে বারবার পড়া উচিৎ:

وَدَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوْنَكُمْ وَمَا يُضِلُّوْنَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ.

"আহ্‌লে কিতাব (ইহূদী-খৃস্টান)-এর একদল কামনা করে যে, তারা যদি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারতো! মূলত তারা নিজেদেরই পথভ্রষ্ট করছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করছে না" (সূরা আল ইমরান : ৬৯)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوا الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيْناً.

www.pathagar.com

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ঈমানদারগণকে বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি (এ নির্দেশ লংঘন করে) তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্কে স্পষ্ট প্রামণ দিতে চাও" (সূরা নিসা : ১৪৪)?

আল্লাহ তায়ালার এসব স্পষ্ট ও পরিষ্কার নির্দেশ কুরআন মজীদে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আজ মুসলমানরা, বিশেষত মুসলিম শাসক গোষ্ঠী ইহূদী, খৃস্টান ও অংশীবাদী মূর্তিপূজারীদেরকে নিজেদের সাহায্যকারী বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছে। অথচ তারা মুসলমানদেরকে তাদের পদলেহী দাসানুদাসই মনে করছে। যেখানেই মুসলমানরা নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি নিয়ে দাঁড়াতে চাচ্ছে সেখানেই এই কাফের গোষ্ঠী তাদের উপর মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঝাপিয়ে পড়ছে। রাসূলুল্লাহ (সা) এ ভবিষ্যদ্বাণীই করেছেন।

يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكَلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ. قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

"খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে আহারের পাত্রের চারদিকে সমবেত হয়, অচিরেই বিজাতিসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে ঠিক সেভাবেই সমবেত হবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, তৎকালে আমাদের জনবলের ঘাটতির কারণে কি? তিনি বলেন: সেকালে তোমরা বরং জনসংখ্যায় হবে সর্বাধিক, কিন্তু তোমরা হবে প্লাবণের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার ন্যায়। আর আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের পক্ষ থেকে আতংক ও ভয়-ভীতি দূর করে দিবেন। আর তিনি তোমাদের অন্তরকে ওয়াহন-এ ভরপুর করে দিবেন। একজন সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওয়াহ্ন কী? তিনি বলেন: পার্থিব মোহ ও মৃত্যুর প্রতি অনীহা" (আবু দাউদ, কিতবুল মালাহিম, বাব ৫, নং ৪২৯৭; মুসনাদ আহ্মাদ, ৫খ, পৃ.২৭৮, নং ২২৭৬০)।

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতা মুসলমানদের গ্রাস করেছে

মুসলমানরা তাদের ধর্মের প্রতি উদাসীন হয়ে পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগবিলাসে এতই মত্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের একান্ত বাসনা, কীভাবে হাজার বছর বেঁচে থাকা যায়! আজ দীন-ধর্ম যেনো তাদের পশ্চিমা স্বেচ্ছাচারী ভোগবিলাসের পক্ষে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুসলিম উম্মাহ্‌র এই দুর্দিনে তারা ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়ে হয়েছে পাশ্চাত্য শক্তির মুখপাত্র। তারা সম্পদ আহরণ করে মুসলিম দেশে, আর সঞ্চয় করে পাশ্চাত্যের কোষাগারে। ফূর্তি করে তথাকার হোটেলে, বারে, সমুদ্র সৈকতে। আজ তাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে রপ্তানী বাণিজ্য খৃষ্টান ইউরোপ-আমেরিকা নির্ভর। পাশ্চাত্য! একটু বিরূপ হলেই তাদের ব্যবসা ধ্বংস।

কুরআন মজীদে বারবার ইহূদী-খৃষ্টান ও পৌত্তলিকদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তারা নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতি বর্জন করে তাদেরই সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক । তারা তাদের ভাষায় কথা বলে, রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে। তাদের এই ধর্মীয় দেউলিয়াত্বের এবং খৃস্টান সভ্যতার ভয়াবহ অনুসারী হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন মহানবী (সা)।

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بَاعًا بِبَاعٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَشِبْرًا بِشِبْرٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا فِىْ جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمْ فِيْهِ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ فَمَنْ اِذًا؟

"সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার জীবন! তোমরা (পথভ্রষ্ট হয়ে) তোমাদের পূর্ববর্তী কালের লোকদের রীতি-নীতি অনুকরণ করবে পদে পদে হাতে হাতে , বাহূতে বাহুতে, বিঘতে বিঘতে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢোকে, তবে তোমরাও তাতে ঢুকে পড়বে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কি ইহূদী-খৃস্টান? তিনি বলেন: তবে আর কারা" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ৫০, নং ৩৪৫৬; মুসলিম, কিতাবুল ইল্‌ম, বাব ৩, নং ৬৭৮১/ ৬; ইবনে মাজা, কিতাবুল ফিতান, বাব ১৭, নং ৩৯৯৪; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ৩খ., পৃ. ৩২৭, নং ৮৩২২)।

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে আমাদের জীবনধারা ও রুচিবোধের মূল্যায়ন করলে দেখা যাবে যে, আমাদের জুতা থেকে মাথা পর্যন্ত আপদ-মস্তক পাশ্চাত্যের

www.pathagar.com

ইহূদী-খৃস্টীয় ভোগবাদী সভ্যতা-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ ও রুচিবোধের প্লাবনে সয়লাব হয়ে গেছে। আমরা সব কিছুই চিন্তা করি এবং সাজাই আধুনিক খৃস্টীয় জাহিলী মডেলে। এ মডেল ছাড়া যেনো দুনিয়াতে বিকল্প কোনো মডেল নেই। শুধু আমরাই নই, এশিয়া মহাদেশের অপর বৃহৎ দুটি ধর্মের অনুসারীরাও পাশ্চাত্য সভ্যতার সয়লাবে ভেসে গেছে। আজ যে কোনো ধর্মের ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান মানুষের খুবই আকাল। এমনকি চীন-রাশিয়ার তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরাও এই সভ্যতার কাছে পরাভূত। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে এবং চীনেও সমাজতন্ত্রের ছদ্মাবরণে চলছে সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, শুধু অবশিষ্ট আছে বন্দুকের জোরে জনগণকে বোবা বানিয়ে রাখা।

পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের কী দিয়েছে?

পাশ্চাত্যের খৃস্টানরা তাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ইউরোপীয় মধ্যযুগের (১৪শ শতক) অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহিলিয়াত থেকে আলোক্যোজ্জ্বল জাহিলিয়াতে প্রবেশ করেছে। তারা নিত্য নতুন আবিষ্কার করে পৃথিবীকে হতবাক করে দিয়েছে, মুসলিম বিশ্বকে তছনছ করে দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিরাট আয়তনের অনেকগুলো খৃস্টান রাষ্ট্র কায়েম করেছে, বহু জাতিকে খৃস্ট ধর্মের অনুসারী বানিয়েছে এবং খৃস্টান উম্মতকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করেছে, যদিও তারা নৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা ধাপে ধাপে আমাদেরকে করেছে ধর্মবিমুখ, নিক্ষেপ করেছে আধুনিক জাহিলিয়াতের অন্ধকারে। তা আমাদের বানায়নি নিষ্ঠাবান গভীর ধ্যানমগ্ন বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক, আমাদের বানিয়েছে ভাষা ও ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদী, ফলে আমরা মুসলিম উম্মাহর খেলাফত ও শক্তির প্রতীক তিন মহাদেশব্যাপী বিস্তারিত বিশাল উসমানী রাষ্ট্রকে শতধা বিভক্ত করেছি, তাকে বাংলাদেশের উপজেলা আয়তনের বহু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করেছি। ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ্কেও শতধা বিভক্ত করেছি, বরং উম্মাহ্র ধারণাকে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী , ইরাকী, মিসরী, সৌদী ইত্যাকার জাহিলী জাতীয়তাবাদে পর্যবসিত করেছি। হারানো বিশাল মুগল ভারত, স্পেন উদ্ধার করতে পারিনি। এ শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা পাশ্চাত্যের মত সমৃদ্ধিশালী হতে পারিনি, বরং তা উম্মতের বুদ্ধিমান সন্তানদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, ধর্মের প্রতি উদাসীন, ধর্মদ্রোহীতে পরিণত করে উম্মতের

www.pathagar.com

অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছে এবং করছে। এ শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা পাশ্চাত্যের মানসপুত্র হয়ে গড়ে উঠেছি। হয়েছি তাদের দোভাষী, হতে পারিনি প্রোথিতযশা বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বিষয় বিশেষজ্ঞ। আরো কত যে ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে তার হিসাব করতে গেলে পিএইচডি-র একটি থিসিস তৈরি হয়ে যাবে।

কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের যা দিয়েছে

কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদেরকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছিল। আমরা মানবজাতিকে মূর্খতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে তুলে দিয়েছিলাম। মদীনার মরুভূমি থেকে উল্কার বেগে ছুটে গেছি আফ্রিকা মহাদেশ অতিক্রম করে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি গিয়ে সুদূর স্পেনে। আগুন পূজারী, গরু পূজারী এবং মানুষের মূর্তিপূজারী জাতিসমূহকে আলোকিত রাস্তায় তুলে দিতে দিতে চলে গেছি সুদুর ইন্দোনেশিয়ায়, ককেসাসে, কোহেকাফের দুর্লংঘ বাধা ডিঙ্গিয়ে চলে গেছি আজারবাইজান, চেচনিয়া, জিনজিয়াং থেকে খোতানী হুজুরের বাড়ি পর্যন্ত।

পাশ্চাত্যমুখী শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে মুসলিম উম্মাহর মুক্তি ও উন্নতির কোনো সিঁড়ি নেই। ওহীভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির সোপান। এ শিক্ষাব্যবস্থার দিকে ফিরে এলেই তারা খুঁজে পাবে অতীত গৌরব উদ্ধারের পথ, পৃথিবীতে তাদের পদচারণা হবে বীরের জাতি হিসেবে, মানবতার মুক্তিদূত হিসেবে। তাদের দ্বারাই গোটা পৃথিবী আধুনিক কালের চাকচিক্যময় জাহিলিয়াতের গোলকধাঁধা থেকে আলোর পথ, আল্লাহর পথ, মুক্তির পথ, জান্নাতের পথ খুঁজে পাবে। এছাড়া তাদের মুক্তির বিকল্প কোনো রাস্তা নেই।

وَهٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيْمًا.

"এটাই আপনার প্রভুর নির্দেশিত সরল-সঠিক পথ" (সূরা আনআম : ১২৬)।

وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

"আমার এই পথই সরল-সঠিক পথ। অতএব তোমরা এই পথেরই অনুসরণ করো এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করো না, অন্যথায় তা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সাবধান হও" (সূরা আনআম : ১৫৩)।

الر. كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ.

"আলিফ লাম রা। একটি মহাগ্রন্থ, যা আমি আপনার উপর নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানবজাতিকে তাদের প্রভুর আদেশক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে আসেন আলোকোজ্জ্বল পথে, মহাপরাক্রমশালী বিপুল প্রশংসার অধিকারী সত্তার পথে" (সূরা ইবরাহীম : ১)।

وَهُدُوْا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوْا إِلٰى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ.

"তাদেরকে পবিত্র বাণীর অনুসারী করা হয়েছিল এবং তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল সার্বিকভাবে প্রশংসিত সত্তার পথপানে" (সূরা হজ্জ:২৪)।

وَلٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهْدِيْ بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِيْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"কিন্তু আমি এই কুরআনকে করেছি নূর (মহাজ্যোতি), এর দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা সরল-সঠিক পথ দেখাই। আর আপনি অবশ্যই সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন"(সূরা শূরা : ৫২)।

মুসলিম অন্তরের হৃদয় বিগলিত আকুতি

اَللّٰهُمَّ اَلِفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ.

"হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতি দান করো, আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক মার্জিত করো, আমাদের শান্তির পথে পরিচালিত করো এবং অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে আলোকিত পথে নিয়ে আসো" (আবু দাউদ, সালাত, বাব ১৮৩, নং ৯৬৯)।

www.pathagar.com

আমাদের উপর পাশ্চাত্যের আছে শুধু সমরাস্ত্রের প্রাধান্য

পাশ্চাত্যের খৃস্টান জাতি কোনো দিক থেকেই আমাদের চেয়ে উন্নত নয়। কথাটি আমাদের পাশ্চাত্যপন্থীদের কাছে তিক্ত মনে হলেও বাস্তব সত্য। ধনে-জনে আমরা তাদের থেকে পিছিয়ে নেই। আমরা নিজেদের সম্পদে ধনী আর তারা বিশ্ববাসীর সম্পদ লুণ্ঠন করে ধনী হয়েছে। নীতি-নৈতিকতায়, ধার্মিকতায় আমাদের ও তাদের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য আছে। তারা শুধু যুদ্ধের আধুনিক সব অস্ত্রবলে আমাদের পরাভূত করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তারা কুরআন মজীদের একটি বাণী অনুসরণ করেছে কিন্তু আমরা নির্দেশপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তা অনুসরণ করিনি।

وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ.

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে (যুদ্ধ করার জন্য) যথাসাধ্য (সামরিক) শক্তি অর্জন করো এবং অশ্বারোহী বাহিনী প্রস্তুত রাখো। তোমরা এর দ্বারা ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে আল্লাহ্‌র শত্রুদের, তোমাদের শত্রুদের এবং এদের ছাড়াও অন্যান্য শত্রুদের, যাদের সম্পর্কে তোমরা জ্ঞাত নও, আল্লাহ জ্ঞাত আছেন" (সূরা আনফাল: ৬০)।

আমাদের মুসলিম বিশ্বের তথাকথিত বিজ্ঞানীরা কি কখনো এ আয়াত পাঠ করেছেন? এ আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। সমরাস্ত্র আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন? না, কখনো না। মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য তাঁদের কোনো অবদান নেই।

তোমাদের জন্য আশংকা করি পথভ্রষ্ট শাসকগোষ্ঠীর

আরবী ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হলো :

اَلنَّاسُ عَلٰى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ.

"জনগণ তাদের রাজার ধর্মানুসারী"।

অর্থাৎ শাসক গোষ্ঠী যদি দীনদার, ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাবৎসল হয় তবে সেই দেশের নাগরিকরাও ঐসব মানবীয় গুণে বৈশিষ্টমণ্ডিত হতে চেষ্টা করে। আর শাসক গোষ্ঠী যদি হয় অসৎ চরিত্রের, প্রজানির্যাতক, অধার্মিক, অবিচারক, অর্থলোলুপ তাহলে জনগণও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যেই গড়ে ওঠে। তাই শাসক গোষ্ঠীর

www.pathagar.com

বৈশিষ্টসমূহ বা গুণাবলী দ্বারা জনগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ اَلْاِمَامُ الْعَادِلُ.....

"যেদিন আল্লাহ্‌র ছায়া (আশ্রয়) ব্যতীত আর কোনো ছায়া অবশিষ্ট থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ ছায়াদান করবেন: ন্যায়পরয়ণ শাসক....." (বুখারী, আযান, বাব ৩৬, নং ৬৬০; মুসলিম, যাকাত, বাব ৩০, নং ২৩৮০/৯১; তিরমিযী, যুহ্‌দ, বাব ৫৩, নং ২৩৯১; নাসাঈ, কুদাত, বাব ২, নং ৫৩৮২; মুওয়াত্তা মালেক, শা'র, বাব ৫, নং ১৪)।

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِىْ بَيْتِىْ هٰذَا اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِىْ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ.

"আয়েশা (রা) বলেন, আমি আমার এই ঘরে অবস্থানকালে রাসূলুল্লহ (সা)-কে এই দু'আ করতে শুনেছি : হে আল্লাহ ! যে ব্যক্তি আমার উম্মতের কোনো কাজের দায়িত্বশীল (শাসক) হয় এবং সে তাদের সাথে কঠোরতা করে, তুমিও তার প্রতি নির্দয় ও কঠোর হও। আর যে ব্যক্তি আমার উম্মতের শাসক হয় এবং সে তাদের সাথে সদয় ও নম্র আচরণ করে, তুমিও তার সাথে সদয় ও নম্র ব্যবহার করো" (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাব ৬, নং ৪৭২২/১৯)।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِّنْ نُوْرٍ عَنْ يَّمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ اَلَّذِيْنَ يَعْدِلُوْنَ فِىْ حُكْمِهِمْ وَاَهْلِيْهِمْ وَمَا وَالَوْا.

"রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন: ন্যায়পরায়ণ শাসকগণ মহান আল্লাহ্‌র নিকট নূরের সুউচ্চ মিনারসমূহে তাঁর ডানপাশে অবস্থান করবে। অবশ্য আল্লাহ্‌র উভয় হাতই ডান হাত। যেসব শাসক ন্যায়-ইনসাফ ও সততার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করবে, নিজেদের পরিজনদের এবং জনগণের সাথেও ইনসাফ করবে এবং তাদের উপর ন্যস্ত প্রতিটি দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবে, কেবল তারাই এই মর্যাদার অধিকারী হবে" (মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ্, বাব ৫, নং ৪৭২১/১৮)।

www.pathagar.com

وَاَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُوْسُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ.....

"মহানবী (সা) বলেন, জান্নাতের অধিবাসী হবে তিন শ্রেণীর লোক: শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী ব্যক্তি, যে ন্যায়পরায়ণ, দানশীল, সৎকাজে সহায়তাকারী...." (মুসলিম, কিতাবুল জান্নাত, বাব ১৬, নং ৭২০৭/৬৩)।

اَلا اِنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ وَلا غَدْرَةَ اَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ اِمَامِ عَامَّةٍ يُرْكَزُ لِواؤُهُ عِنْدَ اِسْتِهِ.

"মহানবী (সা) বলেন: সাবধান! কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার বিশ্বাসঘাতকতার মাত্রা অনুযায়ী একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে। আর মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের বিশ্বাসঘাতকতার চাইতে ভয়ংকর কোনো বিশ্বাসঘাতকতা নেই। তার বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা (কিয়ামতের দিন) তার নিতম্বের সাথে স্থাপন করা হবে" (তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব ২৬, নং ২১৯১)।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلا اُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِ اُمَرَائِكُمْ وَشِرَارِهِمْ خِيَارُهُمُ الَّذِيْنَ تُحِبُّوْنَهُمْ وَيُحِبُّوْنَكُمْ وَتَدْعُوْنَ لَهُمْ وَيَدْعُوْنَ لَكُمْ. وَشِرَارُ اُمَرَائِكُمُ الَّذِيْنَ تُبْغِضُوْنَهُمْ وَيُبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ وَيَلْعَنُوْنَكُمْ.

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেন: আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম শাসক ও নিকৃষ্ট শাসক সম্পর্কে অবহিত করবো না? তাদের মধ্যকার যে শাসককে তোমরা ভালোবাস এবং তারাও তোমাদের ভালোবাসে আর তোমরাও তাদের জন্য দোয়া করো এবং তারাও তোমাদের জন্য দোয়া করে ও কল্যাণ কামনা করে তারাই উত্তম শাসক। আর তোমাদের নিকৃষ্ট শাসক তারাই যাদেরকে তোমরা ঘৃণা করো এবং তারাও তোমাদের ঘৃণা করে আর তোমরাও তাদের অভিশাপ দাও এবং তারাও তোমাদের অভিশাপ দেয়" (তিরমিযী, আবওয়াবুয-যুহদ, বাব ৭৭, নং ২২৬৪)।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اَلْبَيَّاعُ الْحَلاَّفُ وَالْفَقِيْرُ الْمُخْتَالُ وَالشَّيْخُ الزَّانِىْ وَالْاِمَامُ الْجَائِرُ.

"আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, মহামহিম আল্লাহ চার ব্যক্তির উপর অভিশাপ বর্ষণ করেন : কথায় কথায় শপথকারী বিক্রেতা, অহংকারী দরিদ্র, বৃদ্ধ যেনাকারী এবং স্বৈরাচারী শাসক" (নাসাঈ, যাকাত, বাব ৭৭, নং ২৬৭৮, আরো দ্র. নং ২৫৭৭)।

اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءُكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا. وَاِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ شِرَارَكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَالاَئِكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِّنْ ظَهْرِهَا.

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "যখন তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট লোকেরা তোমাদের শাসক হবে, তোমাদের ধনবান লোকেরা দানশীল হবে এবং তোমাদের যাবতীয় কাজ-কর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে, তখন ভূতলের তুলনায় ভূ-পৃষ্ঠই (মৃত্যুর চেয়ে জীবন) তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট হবে। আর যখন তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্ট লোকেরা তোমাদের শাসক হবে, তোমাদের ধনীরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী তোমাদের নারীদের উপর ন্যস্ত হবে, তখন তোমাদের জন্য ভূ-তলই ভূপৃষ্ঠের (জীবনের চেয়ে মৃত্যু) তুলনায় উৎকৃষ্ট হবে" (তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব ৭৮, নং ২২৬৬)।

اِنَّ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاَدْنَاهُمْ مَجْلِسًا اِمَامٌ عَادِلٌ وَاَبْغَضَ النَّاسِ اِلَى اللهِ وَاَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا اِمَامٌ جَائِرٌ.

"মহানবী (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে ন্যায়নিষ্ঠ শাসকই আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় ও তাঁর নিকটে উপবেশনকারী হবে। তাদের মধ্যকার স্বৈরাচারী শাসকই আল্লাহর নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত এবং তাঁর নিকট থেকে সর্বাধিক দূরে অবস্থানকারী হবে" (তিরমিযী, আহকাম, বাবা ৪, নং ১৩২৯)।

www.pathagar.com

سَيَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اَئِمَّةٌ تَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَّنْ رَضِيَ وَتَابَعَ.

"মহানবী (সা) বলেন, "অচিরেই তোমাদের এমন কতক শাসক হবে যাদের কোনো কোনো কাজ তোমরা পছন্দ করবে এবং কতক কাজ অপছন্দ করবে। যে ব্যক্তি (তাদের) অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করবে সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাকে ঘৃণা করবে সেও দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং তার অনুসরণ করবে, সে অন্যায়ের ভাগী হবে" (তিরমিযী, ফিতান, বাব ৭৮, নং ২২৬৫)।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ (حَقٍّ) عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ اَوْ اَمِيْرٍ جَائِرٍ.

"আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, স্বৈরাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ" (আবু দাউদ, ফিতান, বাব ১৭, নং ৪৩৪৪; তিরমিযী, ফিতান, বাব ১৩, নং ২১৭৪; নাসাঈ, বাইআত, বাব ৩৭, নং ৪২১৪; ইবনে মাজা, ফিতান, বাব ২০, নং ৪০১১; মুসনাদ আহ্মাদ, ৩খ., পৃ. ৩১৪, নং ১৯০৩৩)।

নেতৃস্থানীয়, সম্পদশালী ও প্রভাবশালীদের দ্বারা মানুষ পথভ্রষ্ট হয়

সমাজের নেতৃস্থানীয়, সম্পদশালী ও প্রভাবশালী লোকজন যদি কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও ধার্মিক হয়, তবে জনগণও ঐসব গুণে গুণান্বিত হতে তৎপর হয়। কারণ জনগণ এসব লোকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। অন্যথায় তারা যদি কুরআন-হাদীসের জ্ঞান বঞ্চিত অধার্মিক ও দুষ্কর্মপরায়ণ হয় তবে তাদের দেখাদেখি জনসাধারণও অধার্মিক হতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيْرًا.

"আমি যখন কোনো লোকালয়কে ধ্বংস করতে চাই তখন সেখানকার প্রভাবশালী সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিবর্গকে সৎকাজের আদেশ দেই, কিন্তু তারা সেখানে পাপাচারে মেতে

www.pathagar.com

যায়। ফলে সেখানকার জন্য দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়ে যায় এবং আমি সেই লোকালয়কে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেই" (সূরা বনী ইসরাঈল :১৬)।

বিভিন্ন যুগে নবী-রাসূলগণ যখন দীনের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন, তখন সমাজের নেতৃস্থানীয় প্রভাবশালী লোকেরাই তাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, জনসাধারণকে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। জনগণের সামনে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করেছে এবং বর্তমান কালের মতোই তাদের ষড়যন্ত্রকারী, স্বার্থান্বেষী বলে সমালোচনা করেছে। উদাহরণস্বরূপ হযরত শুআইব (আ) তাঁর জাতিকে বললেন, তোমরা ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করো না, লোকজনের প্রাপ্য সঠিকভাবে আদায় করো, ডাকাতি করার জন্য রাস্তাঘাটে ওঁৎ পেতে থেকো না এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। তাঁর সম্প্রদায়ের অহংকারী নেতৃবৃন্দ জবাবে বললো, হে শুআইব! যদি তুমি ও তোমার সংগীরা আমাদের মতাদর্শে ফিরে না আসো, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে আমাদের জনপদ থেকে উচ্ছেদ করবো। আমাদের মধ্যে তুমি তো খুবই দুর্বল। আমাদের মধ্যে তোমার আত্মীয়-স্বজন না থাকলে আমরা তোমাকে পাথরের আঘাতে হত্যা করতাম। তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। হে জনগণ! তোমরা যদি তার দলে যোগদান করো তবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে" (দ্র. সূরা আ'রাফ: ৮৫-৯২; সূরা হূদ: ৮৪-৯১)।

হযরত নূহ (আ)- এর জাতির প্রভাবশালী নেতারা বললো,

مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرٰى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِيْنَ.

"আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি আমাদের মতোই একজন মানুষ। আমরা আরো দেখছি যে, আমাদের মধ্যকার অধম, নীচ ও বুঝ-জ্ঞান নেই এমন লোকেরাই তোমার সাথে যোগ দিচ্ছে। আমাদের উপর তোমার কোনই শ্রেষ্ঠত দেখছি না। বরং আমরা তোমাদেরক মিথ্যাবাদী মনে করি" (সূরা হূদ: ২৭)।

অতীত কালের নবী-রাসূলগণের যুগে সমাজপতি, রাষ্ট্রপতি এবং ধনে-জনে সমৃদ্ধ ব্যক্তিদের ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে যে ভূমিকা ছিলো, বর্তমান কালেও এ গোষ্ঠীর ভূমিকা একইরূপ, বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রভাবিত এবং আল্লাহ্‌র কুরআন ও তাঁর রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ্‌র শিক্ষা বঞ্চিত

www.pathagar.com

পথহারা সমাজপতি ও রাষ্ট্রপতিদের ভূমিকা। তারা আমাদেরকে ডাকে নাস্তিকতার দিকে, ঠেলে দেয় চরম স্বৈরাচারী সমাজতন্ত্র এবং ধর্মবিদ্বেষী সেকুলারিজমের দিকে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ.

"আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট শাসকদের আশংকা করছি" (আবু দাউদ, ফিতান, বাব ১, নং ৪২৫২; তিরমিযী, ফিতান, বাব ৫১, নং ২২২৯; ইবনে মাজা, ফিতান, বাব ৯, নং ৩৯৫২; মুসনাদ আহ্মাদ, ৫খ, পৃ. ২৭৮, নং ২২৭৫২, ৬খ, পৃ. ৪৪১, নং ২৮০৩৩; দারিমী, মুকাদ্দিমা, বাব ২৩, নং ২০৯ ও ২১১; রিকাক, বাব ৩৯, নং ২৭৫২)।

পরিতাপের বিষয়, ম্যাকলের শিক্ষাব্যবস্থার বিবর্তন মুসলিম উম্মাহ্র নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে ভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। আজ এ উম্মত পথহারা, বক্র পথের পথিক, ধর্মচ্যুৎ না হলেও ভোগবাদী সভ্যতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। পৃথিবীব্যাপী এ উম্মতের জনগোষ্ঠী ইসলামী ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চায় কিন্তু শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রব্যবস্থায় তা গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নারাজ। এ পরিস্থিতি চলছে সমগ্র মুসলিম বিশ্বব্যাপী। ইসলামী শরীয়াতের জ্ঞান থেকে বঞ্চনাই এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। মহানবী (সা) ওহীভিত্তিক জ্ঞান থেকে বঞ্চনাকে আমাদের পথভ্রষ্টতার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ اِنْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَالَمْ يَبْقَ عَالِمًا اِتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوْسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوْافَافْتَوْابِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوْا وَاَضَلُّوْا.

"আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের (অন্তর) থেকে ইলম-কে ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে তা তুলে নিবেন না, বরং আলেমগণকে মৃত্যুদানের মাধ্যমে ইলম-কে তুলে নিবেন। শেষে যখন কোনো আলেম আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন জনগণ জাহিল (মূর্খ) লোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। এমতাবস্থায় তাদের নিকট (শরীয়াতের) বিধান জিজ্ঞেস করা

www.pathagar.com

হবে এবং তারা ইল্‌ম ব্যতীত বিধানগত অভিমত ব্যক্ত করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং লোকজনকেও পথভ্রষ্ট করবে" (মুসলিম, কিতাবুল ইল্‌ম, বাব ১৪, নং ৬৭৯৯/১৪; বুখারী, ই'তিসাম, বাব ৭, নং ৭৩০৭; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ২০৩, নং ৬৮৯৬, পৃ. ১৬২, নং ৬৫১১; তিরমিযী, আবওয়াবুল ইল্‌ম, বাব ৫, নং ২৬৫২; মিশকাত, ইলম, ফাসল ১, নং ২০৬)।

উপরোক্ত হাদীসে 'ইল্‌ম' অর্থ কুরআন-হাদীসভিত্তিক শরীয়াতের প্রয়োজনীয় জ্ঞানকে বুঝানো হয়েছে। মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য বড়োই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, অনারব মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসক গোষ্ঠী শরীয়াতের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, যদিও পার্থিব বহু বিষয়ে তাঁরা পারদর্শিতার পরাকাষ্ঠা দেখান। আর আরব বিশ্বের শাসকগোষ্ঠী চরম স্বৈরাচারী ও ভোগবাদী। তারা সামরিক বাহিনী দ্বারা জনগণকে বোবা বানিয়ে রেখেছে।

يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْاٰخِرَةِ هُمْ غٰفِلُوْنَ.

"তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক বিষয়েই অবগত এবং আখেরাত সম্পর্কে উদাসীন" (সূরা রূম : ৭)।

শরীয়াতের জ্ঞানে তাদের অযোগ্যতার কারণে পৃথিবীব্যাপী মুসলিম উম্মাহ আজ দিকভ্রান্ত, সমস্যাজর্জরিত, পাশ্চাত্য শক্তি দ্বারা নিষ্পেষিত। তারা 'পার্থিব জীবন ও আখেরাতের জীবনকে এবং 'ধর্ম ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে' দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে। কোনো কোনো দেশে শরীয়াতের বিধান পরিত্যক্ত হয়েছে এবং তদস্থলে কুফরী ব্যবস্থা প্রবর্তিত হচ্ছে।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَ اِنَّ رَحَى الاِسْلاَمِ دَائِرَةٌ. فَدُوْرُوْا مَعَ الْكِتَابِ حَيْثُ دَارَ. اَلاَ وَاِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ لَيَفْتَرِقَانِ. فَلاَ تُفَارِقُ الْكِتَابَ. اَلاَ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ اُمَرَاءُ يَقُوْضُوْنَ لَكُمْ. فَاِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ يُضِلُّوْكُمْ وَاِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ قَتَلُوْكُمْ. قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نَصْنَعُ. قَالَ كَمَا صَنَعَ اَصْحَابُ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ. نُشِرُوْا بِالْمِنْشَارِ وَحُمِلُوْا عَلَى الْخَشَبِ. مَوْتٌ فِيْ طَاعَةِ اللهِ خَيْرٌ مِّنْ حَيَاةٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. (المعجم الصغير للطبرانى).

www.pathagar.com

"মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "সাবধান! ইসলামের যাঁতার একটি বৃত্ত বা বলয় আছে। অতএব কুরআন যেদিকে প্রদক্ষিণ করে তোমরাও সেদিকে প্রদক্ষিণ করো। সাবধান! আল-কুরআন ও রাষ্ট্র অবশ্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু তোমরা কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। সাবধান! অচিরেই এমন সব শাসক ক্ষমতাসীন হবে যারা তোমাদের জন্য সিদ্ধান্ত জারী করবে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য করো তবে তারা তোমাদের পথভ্রষ্ট করে ছাড়বে। আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্যাচারী হও তবে তারা তোমাদের হত্যা করবে। মুআয (রা) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা কী করবো ? তিনি বলেন, ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীগণ যেরূপ করেছে। তাদেরকে করাত দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে এবং ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। আল্লাহ্‌র আনুগত্যে মৃত্যুবরণ মহামহিম আল্লাহ্‌র অবাধ্যাচারী হয়ে বেঁচে থাকার তুলনায় অধিক কল্যাণকর" (তাবারানীর আলমু'জামুস সাগীর)।

মহানবী (সা)-এর উপরোক্ত বাণী থেকে আমরা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে পারি।

(এক) দীন ইসলাম পৃথিবীতে সদা বিরাজমান থাকবে, কোনো শক্তি একে বিলুপ্ত করতে পারবে না;

(দুই) আমাদেরকে ইসলামী আদর্শের সীমারেখার মধ্যেই অবস্থান করতে হবে;

(তিন) এক পর্যায়ে রাষ্ট্রব্যবস্থা কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ আধিপত্যবাদী খৃস্টান শক্তির কবলে পড়ে ইতিপূর্বেই কুরআন থেকে তথা ইসলামী শরীয়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ শাসিত হচ্ছে কলোনিয়াল আইন দ্বারা।

(চার) কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে নিষেধ করেছেন;

(পাঁচ) মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের শাসক গোষ্ঠী এমন সব আইন জারী করবে, তা অনুসরণ করলে ঈমান যাবে;

(ছয়) আর সেসব আইনের বিরোধিতা করলে জীবন যাবে;

www.pathagar.com

(সাত) এ পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সা) ঈমানদারগণকে হযরত ঈসা (আ)-এর নিষ্ঠাবান অনুসারীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলেছেন [পরবর্তী হাদীস দেখুন] ;

(আট) আল্লাহ্‌র দীনের অনুসরণ করতে গিয়ে নিহত হওয়া তাঁর দীনের বিরুদ্ধাচরণ করে জীবিত থাকার চেয়ে অধিক কল্যাণকর।

অতীত কালেও ইসলামের প্রচারকগণ নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়েছেন

খাব্বাব ইবনুল আরাত (আরাত্তি) রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা কয়েকজন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি একটি চাদরকে বালিশের মতো করে তাতে ঠেস দিয়ে কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করছিলেন। আমরা তাঁর নিকট অভিযোগের সুরে বললাম :

اَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلَا تَدْعُو اللهَ لَنَا فَجَلَسَ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ فَقَالَ قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمِنْشَارِ فَيُجْعَلُ عَلٰى رَاسِهِ فَيُجْعَلُ فِرْقَتَيْنِ. مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ وَّعَصَبٍ. مَا يَصْرِفُهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ. وَاللهِ لَيُتِمَّنَّ اللهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ وَحَضَرَمُوْتَ مَا يَخَافُ اِلاَّ اللهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَعْجَلُوْنَ.

"আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবেন না? মহানবী (সা) সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। তিনি বললেন: তোমাদের পূর্বে যারা অতীত হয়েছে, তাদের কাউকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হতো, মাটিতে গর্ত করে তাতে তাকে পুঁতে দেয়া হতো। অতঃপর করাত এনে তার মাথার উপর স্থাপন করা হতো এবং তা দিয়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। এরূপ নির্মম নির্যাতনও তাকে তার দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অতঃপর তার শরীরের অবশিষ্ট গোশত লোহার চিরুণী দিয়ে আঁচড়িয়ে হাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে তা তুলার মতো পেঁজা হতো। এই অমানুষিক নির্যাতনও তাকে তার দীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহ্‌র শপথ! তিনি এ

www.pathagar.com

কাজকে (ইসলামকে) পূর্ণতায় পৌঁছাবেন, এমনকি কোনো ভ্রমণকারী সানআ থেকে হাদরামাওত পর্যন্ত ভ্রমণ করবে। তার জন্য আল্লাহ্‌র ভয় এবং তার মেষপালের জন্য বাঘের ভয় ছাড়া আর কোনো ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছো" (আবূ দাউদ, জিহাদ, বাব ৯৭, নং ২৬৪৯)।

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُوْدِ . النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ .إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ . وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ . وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ . الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ج وَاللهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ . إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ.

"ধ্বংস হয়েছে অগ্নিকুণ্ডের অধিপতিরা, যে অগ্নিকুণ্ডটি দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত জ্বালানির আগুনে পূর্ণ ছিল, যখন তারা সেই অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসা ছিল এবং তারা ঈমানদারগণের সাথে যা (নির্মম-নিষ্ঠুর আচরণ) করছিল তা দেখছিল। তারা তাদের উপর নির্মম প্রতিশোধ নিচ্ছিল এই কারণে যে, তারা ঈমান এনেছিল মহাপরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহ্‌র উপর, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী। আর আল্লাহ সবকিছুর দ্রষ্টা। যেসব লোক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদের উপর যুলুম-নির্যাতন করেছে, তারপরও অনুতপ্ত হয়নি, তাদের জন্যই রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং তাদের জন্যই রয়েছে উত্তপ্ত আগুনের (জ্বলে পুরে ছারখার হওয়ার) শাস্তি" (সূরা বুরূয: ৪-১০)।

অতীতের কোনো এক কালে ইসলাম গ্রহণের অপরাধে একদল ঈমানদার মুসলমানকে স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। সূরা বুরূযে আল্লাহ তায়ালা সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার প্রতি ইংগিত করেছেন। অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখা প্রবল বেগে তাড়িত হয়ে ঐ জালেমদেরকেও গ্রাস করেছিল। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, হযরত ঈসা (আ)-এর ধর্ম গ্রহণ করার অপরাধে তৎকালের ইহূদী ও মূর্তিপূজারী শাসকগোষ্ঠী জনগণকে লোমহর্ষকভাবে নির্যাতন করে হত্যা করেছিল।

www.pathagar.com

বর্তমান কালেও ইহূদী-খৃস্টান, পৌত্তলিক ও নাস্তিক্যবাদী সমাজতন্ত্রীদের দ্বারা দেশে দেশে ইসলামী শরীয়াতের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দাবিদার মুসলমানদেরকে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হচ্ছে।

এটি স্বৈরাচারী যুগ অতঃপর খেলাফতের যুগ

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র ও তথাকথিত সমাজতন্ত্রের শ্লোগানের ছত্রছায়ায় বিশ্বব্যাপী স্বৈরাচারী যুগটিই চলছে। এ যুগটি অব্যাহত থাকবে আল্লাহ যতো দিন চান। এ যুগে শুধু শাসক গোষ্ঠীই নয়, জনগোষ্ঠীও হবে স্বৈরাচারী অথবা স্বৈরাচারীর শিকারে নির্বাক, নিস্তব্ধ।

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ سَتَكُوْنُ مِنْ اُمَّتِىْ اُمَرَاءُ يَتَقَاحَمُوْنَ فِى النَّارِ كَمَا تَتَقَاحَمُ الْقِرَدَةُ. قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا يَفْعَلُوْنَ مِنَ الْاٰثَامِ؟ قَالَ اِنَّهُمْ يُغَيِّرُوْنَ دِيْنَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلُوْنَ بِاَمْوَالِ النَّاسِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيُصرِفُوْنَهُ لِاَنْفُسِهِمْ وَالنَّاسُ سُكُوْتٌ وَلَا يَنْهَوْنَ عَنْهُمْ مَخَافَةَ شَرِّهِمْ.

"মুআবিয়া (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতক শাসক হবে যে, তারা দোযখের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে, যেমন বানর (খাদ্যের প্রতি) ঝাঁপিয়ে পড়ে। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তারা কী ধরনের পাপাচারে লিপ্ত হবে? তিনি বলেন, তারা আল্লাহ্র দীনকে এবং তাঁর রাসূলের নীতি-আদর্শকে পরিবর্তন করে ফেলবে, বিকৃত করবে, সরকারী সম্পদ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করবে এবং নিজেদের স্বার্থে ব্যয় করবে। জনগণ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে এবং শাসকগোষ্ঠীর নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয়ে তাদের প্রতিবাদ করবে না" (তাফসীর তাবারী)।

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে তুরস্কের কামাল পাশা আরবী ভাষায় আযান দেয়া, সেনাবাহিনীর নামায পড়া , রোযা রাখা, মুসলমানদের দাড়ি রাখা, ঐতিহ্যবাহী তুর্কী ফেজ টুপি পরা, মহিলাদের হিজাব পরিধান ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে। চৌদ্দ বছরের পূর্বে কুরআন শিক্ষাদান ইত্যাদি ইসলামের বহু রীতি-নীতি ও আদর্শ সরকারীভাবে আইন জারি করে নিষিদ্ধ করে। অপরদিকে খৃস্টানদের শার্ট, প্যান্ট ও হ্যাট পরতে

www.pathagar.com

মুসলমানদের বাধ্য করে। দীর্ঘ ৯০ বছর পর বর্তমান সরকার এসব নিষেধাজ্ঞা বাতিল করেছে।

নবী-রাসূলগণ রাজনীতিতেও নেতৃত্ব দিতেন

পৃথিবীতে রাষ্ট্রকাঠামো প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে নবী-রাসূলগণ রাজনৈতিক বিষয়াদিতেও নেতৃত্ব দান করতেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ. كُلَّمَا هَلَكَ نَبِىٌّ خَلَفَهُ نَبِىٌّ. وَاِنَّهُ لاَ نَبِىَّ بَعْدِىْ وَسَيَكُوْنُ خُلَفَاءُ.

"আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেন, বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদের শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। একজন নবী মৃত্যুবরণ করলে আরেকজন নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই, অবশ্য খলীফা হবে এবং তারা সংখ্যায় হবে অনেক" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ৫০, নং ৩৪৫৫; মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, বাব ১০, নং ৪৭৭৩/৪৪; মুসনাদ আহ্মাদ, ২খ., পৃ. ২৯৭, নং ৭৯৪৯)।

কুরআন মজীদে সরাসরি রাষ্ট্রপরিচালনাকারী কয়েকজন নবীর নাম উল্লেখিত হয়েছে। যেমন হযরত ইউসুফ (আ), দাউদ (আ), সুলায়মান (আ) এবং মহানবী মুহাম্মাদ (সা)। এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশে ধর্মনিরোপেক্ষবাদী বুদ্ধিবাদী গোষ্ঠী তাওরাতের বিধান মোতাবেক শাসিত হয়েছে সুদীর্ঘকাল। মহানবী (সা) থেকে শুরু করে সিরাজুদ্দৌলার পতন পর্যন্ত সারা বিশ্বে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ কুরআন-সুন্নাহ্র বিধানমতে পরিচালিত হয়েছে।

শাসনকালের পাঁচটি স্তর

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَّا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَنْ يَّرْفَعَهَا. ثُمَّ تَكُوْنُ خِلاَفَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا

www.pathagar.com

شَاءَ اللهُ اَنْ يَّرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَاضًّا فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَنْ يَّرْفَعَهَا. ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا جَبَرِيَّةً فَتَكُوْنُ مَا شَاءَ اللهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اِذَا شَاءَ اَنْ يَّرْفَعَهَا. ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةٌ عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ.

"হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, আল্লাহ যতকাল চান তোমাদের মধ্যে নবুওয়াতী ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। অতঃপর যখন তিনি তা (নবুওয়াত) তুলে নিতে চাইবেন তখন তুলে নিবেন। অতঃপর হবে নবুওয়াতের আদর্শে খিলাফত ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাও অব্যাহত থাকবে আল্লাহ যতকাল চান। তারপর আল্লাহ যখন এই ব্যবস্থা তুলে নিতে চাইবেন তখন তুলে নিবেন। অতঃপর চালু হবে নির্যাতনকারী রাজতন্ত্র। তাও অব্যাহত থাকবে আল্লাহ যতকাল চান। অতঃপর আল্লাহ যখন এই ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে চাইবেন তখন অবসান ঘটাবেন। অতঃপর আসবে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী স্বৈরাচারী রাষ্ট্রব্যবস্থা। তা অব্যাহত থাকবে যতকাল আল্লাহ চান। অতঃপর তিনি যখন চাইবেন এর অবসান ঘটাবেন। অতঃপর আবার আসবে নবুওয়াতের নীতি-পদ্ধতিতে পরিচালিত খেলাফত ব্যবস্থা। অতঃপর তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন" (মুসনাদ আহমাদ, ৪খ., পৃ. ২৭৯, নং ১৮৫৯৬)।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত এ হাদীসের আলোকে আমরা ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে পারি : (এক) মহানবী (সা)-এর ইনতিকালের সাথে সাথে নবুওয়াতী যুগ ও নবী-রাসূলগণের শাসনকালের অবসান ঘটেছে।

(দুই) এরপর হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত চার খলীফার শাসনামল হযরত আলী (রা)-এর ইন্তিকালের সাথে সাথে সমাপ্ত হয়। অবশ্য উম্মতের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ উমার ইবনে আবদুল আযীয (রহ)-এর শাসনামলকেও খিলাফতী শাসনব্যবস্থার সাথে যোগ করেন।

(তিন) আমীর মুআবিয়া (রা)-এর শাসন আমল থেকে জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছে।

www.pathagar.com

(চার) অতঃপর পাশ্চাত্যের খৃস্টান জাতি কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে তাদের দ্বারা অ-খৃস্টান বিশ্বে স্বৈরাচারী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন কালের সূচনা হয়েছে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের আকারে বর্তমানে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকাল অব্যাহত আছে। আমার ধারণামতে আগামী ৫০-এর দশকের আগেই এই স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটবে এবং পুনরায় (পাঁচ) নবুওয়াতের নীতি-পদ্ধতিতে খেলাফত ব্যবস্থা (খিলাফাত 'আলা মিনহাজিন নুবূওয়াত) কার্যকর হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসনাদ আহ্মাদ শীর্ষক কিতাবের হাদীস সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর অভিমত এই যে, কোনো হাদীস মুসনাদ আহমাদে বিদ্যমান থাকলে অপরাপর হাদীসের কিতাবের সাথে তার যাচাই-বাছাই করার প্রয়োজন নেই। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) বলেন, মুসনাদ আহ্মাদ-এর সমস্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য, এমনকি তার (সনদের বিচারে) দুর্বল হাদীসও হাসান (উত্তম) হাদীসের পর্যায়ভুক্ত।

স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কিছু দৃষ্টান্ত

খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীরা অপ্রতিরুদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্রের অধিকারী হয়ে ইয়াজূজ-মাজূজের মত দ্রুত গতিতে অ-খৃস্টান বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রায় প্রতিটি দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্মমভাবে নিহত হয় এবং জীবিতরা হৃদয়বিদারক নির্যাতন, জেল-জুলুম, দ্বীপান্তর ইত্যাদি শাস্তির শিকার হয়। এরা নিজ দেশে গণতন্ত্রী হলেও নিজেদের দৃষ্টিভংগীর বিপরীত দেশে গণতন্ত্র মেনে নিতে পারেনি। আলজেরিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ইসলামপন্থী শায়খ আব্বাস মাদানীর স্যালভেশন পার্টি ২০০৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যের, বিশেষত ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আলজেরিয়ার সামরিক বাহিনী তাদের দেশ শাসনের সুযোগ দেয়নি, উপরন্তু দলটির নিরস্ত্র-নিরীহ সদস্য ও সমর্থকদেরকে নির্মম নির্যাতন করে এবং হত্যা করে দলটিকে স্তব্ধ করে দেয়।

মিসরের স্বাধীনতা আন্দোলনে সে দেশের ইখওয়ানুল মুসলিমীন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সে দেশের সামরিক স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠী বছরের পর বছর ধরে দীর্ঘকাল তাদের উপর নির্মম নির্যাতন চালাতে থাকে। স্বৈরাচারী হুসনী মুবারকের পতনের পর জাতীয় নির্বাচনে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ক্ষমতায় যায়। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক সেনাপ্রধান আবদুল ফাত্তাহ আল-সিসি পাশ্চাত্যের, বিশেষত

www.pathagar.com

আরেরিকার প্ররোচনায় ও সহযোগিতায় এক বছরের মাথায় ইখওয়ান সরকারকে উৎখাৎ করে ক্ষমতা দখল করে এবং একটি নিরস্ত্র রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের উপর সশস্ত্র বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রবাহিনী জাপানের সাথে কোনোমতেই যুদ্ধে সুবিধা করতে পারছিল না। ১৯৪৫ সালে অভিশপ্ত ইহূদী বৈজ্ঞানিক আইনেস্টাইনের পরামর্শে এবং প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ারের নির্দেশে আমেরিকা জাপানের অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী শহর নাগাশাকি ও হিরোশিমায় আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে মুহূর্তের মধ্যে আড়াই লাখ নিরীহ নিরস্ত্র বেসামরিক লোক নিহত হয়। ১৯৪৫-এর বোমার প্রতিক্রিয়া যুগ যুগ ধরে দুই শহরবাসীর জন্য বিষক্রিয়া হয়ে আছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে নির্মম স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা হলো পুঁজিবাদের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ চীন ও রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক শাসন। তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা তাদের মন মাতানো শ্লোগান 'শ্রমিক রাজ' কায়েমের প্রলোভনে প্রতারিত করে দেশের জনগণের সহায়তায় দুটি দেশের সিংহাসন দখল করে। যে জনগণের আন্দোলনের ফলে তারা ক্ষমতাসীন হলো, তাদের পিছনেই লেলিয়ে দিলো সশস্ত্র বিপ্লবী গার্ড বাহিনীকে। সমাজতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার পর জনগণের আর সাধ্য থাকলো না তার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবার। কোটি কোটি আদম-সন্তান নিষ্ঠুরভাবে সমাজতন্ত্রের বলি হলো। এক স্টালিনের শাসনামলেই রাশিয়ায় দেড় কোটি মানুষ নির্মম পরিণতির শিকার হয়। মাও সে তুং-এর ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যে কতো আদম সন্তান জীবন হারিয়েছে এবং দেশত্যাগ করেছে তার কোনো হিসেব হয়ত সেখানকার শাসক গোষ্ঠীর কাছে আছে। খাও দাও ফুর্তি করো, কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করো না। জার্মানির মতো একটি সমৃদ্ধিশালী দেশের রাজধানী শহরের মাঝখান দিয়ে দুর্লংঘ প্রাচীর তুলে দিয়ে দেশটিকে করা হলো দ্বিখণ্ডিত। দুর্বল দেশ পোল্যান্ডে সমাজতন্ত্রের নিরাপত্তার অজুহাতে রাশিয়া তার সশস্ত্র বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ২০ হাজার প্রথম শ্রেণীর অফিসারকে হত্য করে। পৃথিবী এরূপ নির্দয় স্বৈরাচার কি আর কোনো যুগে অবলোকন করেছে !

আফগানিস্তানের অকুতভয় বীর জাতির স্বাধীনতা ভারতের বৃটিশ সরকার ১৯০ বছরেও ছিনিয়ে নিতে পারেনি। মুসলিম দেশগুলো খৃস্টান সাম্রাজ্যবাদীদের

www.pathagar.com

পদানত হলেও আফগানিস্তান তার স্বাধীনতা অটুট রেখেছে। এই আফগান মুসলমানরা এককালে ভারত এবং বাংলার ভূখণ্ডও শাসন করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ১২টি বছর ধরে আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল আফগানিস্তানে। জনগণ তাদেরকে তাড়িয়েছে। কিন্তু তাদের নসীব মন্দই বলতে হয়। বিনা অজুহাতে দাজ্জালের অগ্রবর্তী বাহিনী আবার দেশটিকে অস্ত্রবলে গ্রাস করেছে, অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করেছে এবং করছে। একে স্বৈরাচার ছাড়া আর কী বলা যায় !

কী অপরাধ করেছিল ইরাকী মুসলিম জনগোষ্ঠী? দাজ্জালের এজেন্টদের শ্লোগান : 'মধ্যপ্রাচ্যকে অস্ত্রমুক্ত করতে পারলেই এখানে শান্তি ফিরে আসবে'। ইরাকের লাখ লাখ মুসলমানকে হত্যা করে এবং তাদেরকে নিরস্ত্র নির্ধন করে কি সেখানে শান্তি ফিরে এসেছে? সেখানে সুন্নী মুসলমানদের চরম শত্রু এবং শত বর্ষব্যাপী ক্রুসেডারদের বিশ্বস্ত বন্ধু সংখ্যালঘু শিয়াদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ তারা প্রতি দিন সুন্নী মুসলমানদের হত্যা করছে। শান্তি সুদূরপরাহত। আমার অন্তরাত্মা বলছে, আসল দাজ্জালের সামরিক ঘাটি তৈরি হচ্ছে। সে অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবে। কি মুসলিম দেশ, কি অমুসলিম দেশ, সর্বত্র আজ নিষ্ঠাবান মুসলমানরা নিহত হচ্ছে, নির্মম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। সার্বিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকারের পতনের পর ক্রোয়েশিয়া, বোসনিয়া, হারজেগবিনা অর্থাৎ এই বলকান অঞ্চলে ক্রুসেডার বাহিনী আট লাখ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

মহানবী (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক এটি যদি স্বৈরাচারী শাসনাধীন হয়ে থাকে, তবে নিষ্ঠাবান মুসলমানরা নিজ নিজ দেশে এবং অমুসলিম দেশে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতির শিকার হবে, তাদের জান-মান, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে জান ও ঈমান বাঁচানোর জন্য পশ্চিমদিকে হিজরত করতে বাধ্য হবে।

আল্লাহ তায়ালা এ দীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন

রাজনৈতিক আকাশে যাদের পূর্ণিমা চলছে, ভেতরে ভেতরে তাদের অমাবশ্যা শুরু হয়ে গেছে। আর যাদের অমাবশ্যা চলছে তাদের নতুন চাঁদ উঁকি

www.pathagar.com

মারছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি ধর্ম-বর্ণ-দেশ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার মহাসাগরে নিক্ষেপ করেছে। আজ ধার্মিক হিন্দু, ধার্মিক খৃস্টান, ধার্মিক বৌদ্ধের বড়োই আকাল। মুসলমানদের তো কথাই নেই। অতল সমুদ্রে তাদের নৌকার বৈঠা ভেঙ্গে গেছে। মুসলিম শাসক গোষ্ঠী তাদের নিরাপত্তা তো দিতেই পারছে না, উপরন্তু তারা পাশ্চাত্যের পদলেহী হয়ে নিজেদের জনগণের উপর সন্ত্রাসী বাহিনী লেলিয়ে দিচ্ছে। আজ তারা জনগণের চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর অপরিসীম দয়ায় তাঁর প্রিয় মানবজাতিকে আর বেশি দিন জাহিলিয়াতের অন্ধকারে হাবুডুবু খেতে দিবেন না। তিনি অচিরেই তাদের ত্রাণকর্তা পাঠাবেন। দীন বিজয়ী হবেই, আজ প্রকৃত সন্ত্রাসীরা দীনের নিরস্ত্র নিরীহ দাওয়াত দানকারীদের যতোই সন্ত্রাসী ও জঙ্গী নামে অপপ্রচার করুক না কেনো, যুগের পর যুগ ধরে তাদের নিঃস্বার্থ কুরবানী ফলপ্রসূ হবেই।

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে" (সূরা তাওবা : ৩৩)।

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَكَفٰى بِاللهِ شَهِيْدًا.

"তিনিই তাঁর রাসূলকে সৎপথের দিশা ও সত্য দীনসহ পাঠিছেন অন্য সকল ধর্মের উপর একে বিজয়ী করার জন্য। আর এর সাক্ষী (বা সহায়ক) হিসেবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট" (সূরা ফাত্হ :২৮)।

هُوَ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ.

www.pathagar.com

"তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনসহ পাঠিয়েছেন তাকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, তা মুশরিকরা (†পৌত্তলিকরা) অপছন্দ করলেও" (সূরা সাফ: ৯)।

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

"এরা নিজেদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌র নূর (ইসলাম)-কে নিভিয়ে দিতে চায়। আল্লাহ তাঁর নূরকে অবশ্যই পরিপূর্ণ করবেন, তা কাফেররা যতই অপছন্দ করুক" (সূরা সাফ : ৮)।

অচিরেই পুরো মানবজাতি ইসলাম গ্রহণ করবে

সমগ্র মানব জাতি ছিল একই উম্মতভুক্ত, একই ধর্মের অনুসারী। কিন্তু কালের প্রবাহে তারা পরস্পর মতভেদে লিপ্ত হয়ে দলে দলে ধর্মে ধর্মে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন :

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً.

"সমস্ত মানুষ ছিল একই উম্মত" (সূরা বাকারা : ২১৩)।

আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে তাদেরকে আবার একই উম্মতভুক্ত করতে পারেন এবং করবেন। আল্লাহ্‌র বাণী:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً.

"আপনার প্রভু ইচ্ছা করলে মানবজাতিকে একই উম্মতভুক্ত করতে পারেন" (সূরা হূদ : ১১৮)।

তিনি যে ইচ্ছা করলে গোটা মানবজাতিকে একই ধর্মানুসারী করতে পারেন তাও এক পর্যায়ে করিয়ে দেখাবেন। তামীম আদ-দারী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি :

www.pathagar.com

لَيَبْلُغَنَّ هٰذَا الْاَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكَ اللهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَّلَا وَبَرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللهُ هٰذَا الدِّيْنَ بِعِزِّ عَزِيْزٍ اَوْ بِذُلِّ ذَلِيْلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللهُ بِهِ الْاِسْلَامَ وَذُلًا يُذِلُّ اللهُ بِهِ الْكُفْرَ.

"সমগ্র পৃথিবীতে এই বিষয়টি (ইসলাম ধর্ম) অবশ্যই পৌঁছে যাবে। মাটির ঘর ও তাঁবুর ঘর কোনোটিই আল্লাহ বাদ রাখবেন না, তাতে অবশ্যই এই দীন (ইসলাম) প্রবেশ করাবেন, মর্যাদাবান ব্যক্তির ঘরে মর্যাদার সাথে এবং নীচ ব্যক্তির ঘরে লাঞ্ছনার সাথে। আল্লাহ যাদের সম্মানিত করবেন তাদের স্বেচ্ছায় দীন (গ্রহণের মাধ্যমে) সম্মানিত করবেন। আর তিনি যাদের লাঞ্ছিত করবেন তারা কুফরের (উপর অবিচল থাকার কারণে) লাঞ্ছিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে" (মুসনাদ আহ্মাদ, ৪খ., পৃ. ১০৩, নং ১৭০৮২)।

আল-মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি :

لَا يَبْقَى عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ بَيْتُ مَدَرٍ وَّلَا وَبَرٍ اِلَّا اَدْخَلَهُ اللهُ كَلِمَةَ الْاِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ اَوْ ذُلِّ ذَلِيْلٍ. اِمَّا يُعِزُّهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْ يُذِلُّهُمْ فَيَدِيْنُوْنَ لَهَا. قُلْتُ فَيَكُوْنُ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ.

"পৃথিবী পৃষ্ঠে অবস্থিত প্রতিটি মাটির ঘরে এবং পশমের ঘরে আল্লাহ ইসলামের বাণী প্রবেশ করাবেন, সম্মানিতের ঘরে সম্মানের সাথে এবং অপমানিতের ঘরে অপমান সহকারে। মহামহিম আল্লাহ যাদের সম্মানিত করবেন তাদেরকে এই দীনের অনুসারী বানাবেন আর যাদের অপমানিত করবেন তারা এ দীন গ্রহণে বাধ্য হবে। আমি (মিকদাদ) বললাম, গোটা দীনই তখন আল্লাহ্র হয়ে যাবে" (মুসনাদ আহমাদ, ৬খ, পৃ. ৪, নং ২৪৩১৫; মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, ৩য় ফাসল, নং ৩৭)।

হযরত ঈসা (আ)-এর আগমন কি অত্যাসন্ন ?

একদিকে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামী পুনর্জাগরণ শক্তিশালী হচ্ছে, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, পূব গোলার্ধ থেকে পশ্চিম গোলার্ধ সর্বত্রই ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে গেছে এবং প্রচুর সংখ্যায় অমুসলিমরা স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে ইসলাম গ্রহণ করছে। ইসলাম গ্রহণের এই প্রবণতা পৃথিবীর দাম্ভিক শক্তি খৃস্টান বিশ্বে সর্বাধিক।

www.pathagar.com

পৃথিবীর প্রভাবশালী ভাষাগুলোতে কুরআন মজীদের অনুবাদ পৌঁছে গেছে সর্বত্র। প্রচুর সংখ্যক ইসলামী সাহিত্যও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে অমুসলিমদের হাতে পৌঁছে গেছে। আমেরিকার কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রাক্তন সেক্রেটারী জেনারেল গ্রাহাম ই. ফুল্লার-এর মত ব্যক্তিরাও ইসলামের পক্ষে কলম ধরেছেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পরবর্তী যুগসমূহে যেরূপ শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে, বর্তমানেও, বিশেষ করে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সেভাবেই ইসলামের প্রচার-প্রসার হচ্ছে। ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদ Wellhausen বলেন, "মুহাম্মাদ (সা) কখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য খৃস্টান জনগোষ্ঠীর উপর বল প্রয়োগ করেননি" (Skizzer, ৪খ., পৃ. ১৫৬-এর বরাতে ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২ খ.,'তাগলিব' নিবন্ধ)। "তাগলিব গোত্রীয় দলপতি আল জাবরার-কে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার জন্য মুহাম্মাদ (সা) যায়েদ আল-খায়েল (রা)-কে আদেশ দিয়েছিলেন মর্মে কিতাবুল আগানীতে (১৬ খ., পৃ. ৫৩) যে বর্ণনা রয়েছে তাও সমভাবে সন্দেহজনক" (Cheikho, আন-নাসরানিয়্যা, পৃ. ৪৫৪; Sprenger, Mohammed, ৩খ., পৃ. ৩৯১-এর বরাতে ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২খ., পৃ. ১২৯, কলাম ১)।

স্যার টমাস ওয়াকার আর্নল্ড (অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির আরবী বিভাগের প্রধান, মৃ. ৯ জুন, ১৯৩০ খৃ.) বলেন, "পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদগণ প্রচার করে থাকেন, ইসলাম ধর্ম তরবারির জোরে প্রচারিত হয়েছে। কথাটি সত্য, কিন্তু সেটি ইস্পাতের তরবারি ছিল না, ছিল জ্ঞানের তরবারি, বুদ্ধিমত্তার তরবারি" (দি প্রিচিং অব ইসলাম, বাংলা অনু. ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

অতি সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের আনন্দবাজার পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাতকারে প্রখ্যাত ইহূদী পণ্ডিত ও ধর্মগুরু যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক শেলডন পোলক বলেন যে, "মুসলমান শাসকরা প্রায় ১২ শত বছর ভারতে রাজত্ব করেছেন। তারা জোরপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করলে ভারতে একজন হিন্দুও থাকতো না" (দৈনিক ইনকিলাব, ২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ খৃ. সংখ্যা থেকে উধৃত)।

অপরদিকে গোটা বিশ্বাব্যপী মুসলমানদের উপর চলছে চরম নির্যাতন, কি মানবতাবাদী ও ব্যক্তিস্বাধীনতাবাদী পাশ্চাত্য আর কি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আর কি মুসলিম রাষ্ট্র। সর্বত্রই ইসলামী পুনর্জাগরণের পতাকাবাহীরাসহ মুসলিম জনগোষ্ঠী

www.pathagar.com

ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার। কোনো কোনো যুগে কোনো কোনো অঞ্চলের মুসলমানরা নির্যাতিত হয়েছে বটে কিন্তু আজকের মতো একই সময়ে সারা বিশ্বব্যাপী একসাথে মুসলমানরা কখনো নির্যাতিত হয়নি।

এমতাবস্থায় আমার অন্তর সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর পৃথিবীতে পুনরাগমন অত্যাসন্ন। হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ইহূদীদের বিশ্বাস বা আচরণ অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। তারা মনে করে যে, তাদের সমকালীন রাজা তাঁকে শূলীবিদ্ধ করে হত্যা করেছে। খৃস্টানদের বিশ্বাসও তাই। কিন্তু মুসলমানদের বিশ্বাস হলো, তাঁকে শূলীবিদ্ধ করে হত্যা করা তো দূরের কথা, তাঁর উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বিশেষ ব্যবস্থায় তাঁকে জীবন্ত অবস্থায় উর্ধ্বজগতে তুলে নিয়েছেন। তিনি কিয়ামতের অতি প্রসিদ্ধ দশটি আলামতের অন্যতম। কিয়ামতের আলামত হিসেবে তিনি দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য পুনরায় পৃথিবীতে নেমে আসবেন। তাঁর সময়ে গোটা পৃথিবীবাসী ইসলাম গ্রহণ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

"নিশ্চয়ই তিনি (ঈসা) কিয়ামতের নিশ্চিত আলামত। অতএব তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দিহান হয়ো না এবং আমাকে অনুসরণ করো। এটাই সরল-সঠিক পথ" (সূরা যুখরুফ: ৬১)।

বহু তাফসীরকারের মতে 'নিশ্চয়ই তিনি কিয়ামতের আলামত' দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। ইহূদী-খৃস্টানদের অলীক বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে কুরআন মজীদে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে :

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا. بَلْ رَّفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا.

"তাদের এ কথার কারণেও তারা (ইহূদীরা অভিশপ্ত হয়েছিল) যে, নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকে হত্যা করেছি। অথচ তারা তাকে হত্যাও

www.pathagar.com

করতে পারেনি এবং শূলবিদ্ধও করতে পারেনি, বরং তারা গোলকধাঁধায় আটকা পড়ে আছে। তারা তাঁর সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত রয়েছে, নিশ্চয়ই তারা নানারূপ সন্দেহের শিকার হয়েছে। তার সম্পর্কে তাদের কাছে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত কোনো নিশ্চিত জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই তারা তাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়নি। বরং আল্লাহ তাকে (সশরীরে) তাঁর নিকট তুলে নিয়েছেন এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়" (সূরা নিসা : ১৫৭-১৫৮)।

إِذْ قَالَ اللهُ يٰعِيْسٰى إِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ.

"যখন আল্লাহ বললেন, হে ঈসা ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে (ইহূদীদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করে) পূর্ণরূপে আমার নিকট (ঊর্ধজগতে) উঠিয়ে নিবো এবং যারা অবাধ্যাচারী হয়েছে তাদের থেকে তোমাকে পূত-পবিত্র রাখবো এবং যারা তোমার অনুগত হবে আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত কাফেরদের উপর প্রভাবশালী রাখবো, অতঃপর তোমাদেরকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে, এরপর তোমাদের মধ্যে যা নিয়ে বিরোধ হচ্ছে আমি তার মীমাংসা করবো" (সূরা আল ইমরান : ৫৫)।

হাদীসে ঈসা (আ)-এর পুনরায় আগমন প্রসঙ্গ

হাদীসসমূহ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, তিনি ঊর্ধজগত থেকে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করবেন। এসম্পর্কে ২৪ জন প্রখ্যাত সাহাবী (রা) মহানবী (সা) থেকে ৭০-এর অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। নমুনাস্বরূপ কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হলো।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, শপথ সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার প্রাণ ! অবিলম্বে মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ) তোমাদের মাঝে (আসমান থেকে)

www.pathagar.com

www.pathagar.com